রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৸, ডাক মাশুল ১৸০, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৸০, ডাক মাশুল ১৸০টাকা প্রতি খণ্ড ।৶ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১৩ই শ্রাবণ,—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ২৭এ জুলাই ১৮৭৬ সাল } ২৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০।০ঃ—

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

মূল্য ।৶০ আনা। ডাকমাসুল/০ আনা।

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিস ও কলেজ ষ্ট্রীটস্থিত ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

২। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৶

৩। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিচুনে, কনকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸০ প্যাকিং ৶

৪। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০ প্যাকিং৶

৫। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৬। শরীর শাধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমুত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক, পুরাতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৶ প্যাকিং /০

৭। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৮। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরামর অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

কেশকন্দর্প তৈল।

৯। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ট হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধি কারিতা, ও কেশের সুচিক্কণতা গুন দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তেল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মূল্য ৸০, প্যাকিং /১০

প্রমোদী।

যাহারা মৃগয়া পক্ষী ও মৎস্য শীকার ব্যায়াম বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র চালনা, পালিত পশু পক্ষীদিগের চিকিৎসা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে বিষয় জ্ঞাতব্য, উদ্যান রচনা কৌতুকাবহ কাহিনী, এবং এক প্রকার চিত্ত রঞ্জন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে উল্লিখিত মাসিক পত্র খানার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি।

এই পত্রিকা খানীর উপকারিতা এবং উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেক সম্মানিত বঙ্গীয় সম্পাদক এবং ইংরাজ সম্পাদক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার বাৎসরিক মূল্য ২ দুই টাকা, ডাক মাসুল দুই আনা। মক্তাগাছা আনন্দযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কাণসাট
২৩ শে আষাঢ়। ১২৮৩। } প্রমোদী সম্পাদক।

নড়াল হাটবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ষ্টেটের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত ম্যানেজার আবশ্যক। ১৫০০০ টাকা পরিমাণে জামিন দিতে হইবেক। বয়ক্রম ৪০এর নূন না হয়, বেতন উপযুক্ততা অনুসারে ১০০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত, প্রশংসা পত্রের নকলসহ আগামী ৩১শে জুলাই মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নড়াল।
৮।৭।৭৬। } শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মূল্য ১।০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার

মূল্য

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব

৫৪ নং হাটখোলা

৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৶০ অনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধলয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয় ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপে আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

স্মরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমরা সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ বিলাত হইতে অতি আশ্চর্য্য ম্যাজিক অর্থাৎ ছায়া বাজী আনায়ন করিয়াছি। ইহার প্রত্যেক সেটের মূল্য ২ টাকা হইতে ৬, ২৫ ১২০ টাকা পর্য্যন্ত।

ডি, এম, বিশ্বাস এবং কোঃ

৩২ নং লাল দিঘীর দক্ষিণ

বন্দুকের দোকান।

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১৷৵০
	ঐ ২য় সংখ্যা	১৷৵
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১৷৷০

অর্শ রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ		১৷৷০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন চেষ্ট		২৫
ঐ	ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ	১০ শিশি বাক্স	৫

এই২ বাক্সে এক২ খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী

কলিকাতা ৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মুল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধ। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষরা। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুগোলা। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫৪নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

জয় পাল।

ইতিহাস মূলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি; বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রিট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস; চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৪৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ পুস্তক লয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ-নলিনী নাটক। মুল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ এক আনা উক্ত ২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বসুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়। ২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭দিনে আরোগ্য লাভ হয়। ৩। উলাউঠা ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়।৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়। ৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুন্‌কো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। সুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়। ১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়। ১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়।১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়। ১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়।১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়। ১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়। ১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়। ১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়। ১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়। হাটখোলার ৫৪নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ইত্যাদি জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ঔষধ, কলিকাতায় ২৮৫নং বহুবাজার ষ্ট্রিটে পাল এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, মুল্য ১৲ টাকা মাত্র॥

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

অম্ল পিত্ত রোগের মহৌষধ।

অম্ল পিত্তারী চুর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ অম্লপিত্ত, অম্ল শূল, গুল্ম, উদরী, গৃহিণী নানা প্রকার উদরাময় আরোগ্য হয়, সপ্তাহ সেবনে হৃদ ফাঠাদি যাতনার লাঘব হয়। প্রায় ৫।৬ শত লোক আরোগ্য হইয়াছে মূল্য এক সপ্তা এক টাকা

পাচক জল।

ইহাও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ অসহ্য পীড়াদায়ক শূল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য এক সপ্তার ব্যবহার্য্য এক বোতল ॥০ আট আনা

অজীর্ণ কুল কণ্টক।

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে বিশেষতঃ শূল, আম শূল, গুল্ম, উদরী এবং কোষ্টাশ্রিত বায়ু রোগ নিশ্চয় আরোগ্য করে। সহজ শরীরে সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি রাখে। মুল্য এক সপ্তা ১ টাকা।

বাত সংহারক তৈল।

এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে। মুল্য অর্দ্ধপোয়া এক শিশি ১ টাকা।

কুষ্ঠাদি তৈল।

এই তৈল দ্বারা কুষ্ঠ, ধবল, দূষিত নালি ঘা পাঁচড়া আরোগ্য হয়। মূল্য এক ছটাক ১ টাকা।

পুষ্টি বর্দ্ধক মোদক।

ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি মস্তিষ্কের হীন বলতা নষ্ট হয়। মুল্য এক সপ্তা ১৷৷০ টাকা।

এই সমস্ত ঔষধ যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাইবেন। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হইলে মুল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীপুর।

CALCUTTA MUNICIPALITY.

The attention of the public is invited to Section 135 of the Calcutta Municipal consolidation Act. IV of 1876 by which all latrines and water closets now supplied, or hereafter to be supplied with water shall be provided with a cistern of such size and description as the Commissioners shall direct. All such cisterns shall be put up at the cost of the owner of the house or land so supplied with water.

ROBERT TURNBULL

Secretary to the Corporation of the Town of Calcutta.

VEDARTHAYATNA.

The *Vedarthayatna* is a monthly publication of 64 pages containg the text tn *Sanhita* and *Pada Pathas* of the Rigveda, with a short paraphrase in modern Sanskrit, and translations in the Marathi and English languages in juxta-posion with each verse of the original, and copious notes grammatical, critical explanatory and historical. It is pnblished at the "Indu-Prakash" Press Bombay. Its annual subscription is Rs. six in advance exclusive of postage (six Annas.)

পাইকপাড়া নারসরি।

এই স্থানে আমেরিকা হইতে ইষ্টিমার যোগে নানা প্রকারের সবজির, ফুলের, লম্বা ঘাসের, তুলার ও তামাকের বীচ পোঁছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। এরূপ সুলভ দরে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৩০ রকমের সবজি যাহাতে ৬। ৭ রকমের কপির বীজ আছে। সর্ব্ব রকম গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণ। মুল্য ৫ টাকা।

২৫ রকমের অতি উৎকৃষ্ট এবং বাছা ২ গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ফুলের বীজ। মুল্য ১ টাকা।

সিখাইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলার বীজ ফি সের ১৷৷ টাকা।

অপলেণ্ড জরজিয়া তুলার বীজ ফি সের ।৷০ আনা।

যাঁহাদের এই সকল বীজের আবশ্যক হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে উত্তম রূপ প্যাক করিয়া ডাক যোগে পত্রপাঠ রওনা করিব। এই সকল বিচের জন্য প্যাকিং খরচা লাগিবেনা

যাহারা এই নর্শরির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া এ নাগাইত এই চাঁদার টাকা পাঠান নাই অনুগ্রহ করিয়া তাহা সত্বর পাঠাইবেন।

৮ই জুন। শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়

পাইকপাড়া নারসরি কলিকাতা

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

মৌলবী হামিদ বক্স মজুমদার খাঁ বাহাদুর, শ্রীহট্ট	১০
শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু, বর্দ্ধমান	১০
" " শ্রীধর রায়, বশীরহাট	১০
" " গোপীমোহন ঘোষ, চট্টগ্রাম	১০
" " কিশোরিমোহন ঘোষ, বিষ্ণুপুর রামহাট	৫
" " নিলম্বর দাড়িয়ান, ভাঙ্গা	২
" " শ্রীনাথ রায়, ভগবাননগর	১০
" " শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরনগর	১০
" " শিবলাল তেওয়ারি, চট্টগ্রাম	১০
" " রাধাপ্রসন্ন মজুমদার, ইসলামপুর	১০
" " কালীকুমার মজুমদার, পায়রাডাঙ্গা, রংপুর	১০
" " প্রসন্ননাথ চৌধুরী শিবগঞ্জ বগুড়া	৪৷০

অমৃতবাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ১৩ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

ফুলার সাহেবের মোকর্দ্দমা।

ফুলার সাহেব নামক আগ্রাস্থ জনৈক উকিল সস্ত্রীক গাড়ী চড়িয়া গির্জাঘরে যাইতেছিলেন। গাড়ী আসিয়া যখন তাঁহার গৃহের দ্বারে থামিল তখন তাঁহার সহিস কাটাকু উপস্থিত ছিল না। সাহেব ইহাতে রাগান্বিত হইয়া কাটাকুকে ডাকেন। সে উপস্থিত হইবা মাত্র সাহেব তাহার মস্তক ও মুখে চপেটাঘাত করেন এবং তাহার চুল ধরিয়া মাটিতে নিক্ষেপ করেন। সহিস মাটিতে পড়িয়া থাকুক, ফুলার সাহেব সস্ত্রীক উপাসনালয়ে গমন করেন। ইতিমধ্যে কাটাকু আস্তেং কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া শয়ন করে। তাহার সেই শয়ন অনন্ত শয়ন হইল—কাটাকু সেই খানে প্রাণত্যাগ করে। আগ্রার জইন্ট মাজিস্ট্রেট লিডস সাহেবের নিকট ফুলার সাহেব অভিযুক্ত হন। ডাক্তার সাহেব কাটাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার বর্দ্ধিত প্লীহা ছিল, সে মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় প্লীহা ভেদ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। লিডস সাহেব ফুলার সাহেবের উপর দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ধারানুযায়ী সামান্য আঘাতের চার্জ করিয়া ৩০ টাকা অর্থদণ্ড করেন। সে টাকা কয়টী সহিসের বিধবা স্ত্রীকে প্রদত্ত হয়।

এই বিবরণটী লর্ড লিটন জানিতে পারিয়া তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণরকে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। লেঃ গবর্ণর এ সম্বন্ধে আলাহাবাদস্থ হাইকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করেন। হাইকোর্ট বলেন যে ফুলার সাহেবের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে তাহাপেক্ষা তাহাকে বেশী দণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জইন্ট মাজিস্ট্রেটর আদেশ এমন কিছু বিশেষ অন্যায় হয় নাই।

হাইকোর্টের এই অভিমতিতে গবর্ণর জেনারেল তুষ্ট না হইয়া তিনি লিডস সাহেব, উঃ পঃ অঞ্চলের লেঃ গবর্ণর ও হাইকোর্টকে বিশেষ রূপে তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন হাইকোর্টের এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকা অন্যায় হইয়াছে। জজদের ফুলার সাহেবের প্রতি দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। লেঃ গবর্ণর গবর্ণর জেনারেলের আদেশ পাওয়ায় পূর্ব্বে স্বতঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহার মতে এরূপ ঘটনা সকল দ্বারা এদেশে ব্রিটীশ শাসনের অবমাননা হয় এবং ব্রিটীশ বিচার প্রণালীর অখ্যাতি হয়। গবর্ণর জেনারেল বলেন যে সাহেবদের দ্বারা তাঁহাদের এদেশীয় চাকরদের প্রতি সময়েং যে সকল দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনা যায় এরূপ দুর্ব্ব্যবহার তাঁহারা কখনই তাঁহাদের স্বজাতীয় চাকরদের প্রতি করিতে পারেন না। এরূপ ঘটনা সকল অত্যন্ত ঘৃণার্হ। এ সকল ব্যবহার কাপুরুষেরাই করে। কেন না, যাহাদের প্রতি এই রূপ দুর্ব্ব্যবহার করা হয়, তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইতে অক্ষম। ফুলার সাহেবের আঘাতেই কাটাকুর মৃত্যু হয়, অতএব তাঁহাকে আরও গুরুতর চার্জে অপরাধী করা উচিত ছিল। লিডস সাহেবের প্রতি গবর্ণর জেনারেল অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিচারবোধশূন্যতার জন্য তাঁহাকে যথোচিত রূপে তিরস্কৃত হওয়া উচিত। তিনি যত দিন মাজিস্ট্রেটদিগের কর্ত্তব্য সকল ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিবেন তত দিন তিনি কোন জেলার স্বাধীন ভার প্রাপ্ত হইবেন না।

গবর্ণর জেনারেলের উপরোক্ত অভিমতিতে ইংরাজী পত্রের সম্পাদকেরা অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যখন গ্রান্ট সাহেব প্রজার পক্ষ হইয়া নীলকরদিগকে শাসন করার প্রস্তাব করেন তখন এ দেশীয় ইংরাজি সম্বাদ পত্র ও ইংরাজেরা ঐক্য হইয়া তাঁহাকে দমন করার যত্ন করেন এবং তাহাদের যত্ন সিদ্ধ হয়। গ্রান্ট সাহেব লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং যে রাজ পুরুষেরা পূর্ব্বে প্রজাদিগের পক্ষ প্রাণ পণে সমর্থন করেন তাহারাই আবার কন্ট্রাক্ট আইন প্রভৃতি কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা প্রজাকে নির্ম্মূল করেন। সে দিবস যশোহরের মিয়ার সাহেবের মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে মাজিস্ট্রেট স্মিথ সাহেবের উপর অনেক ইংরাজ এবং ইংলিশম্যান প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের সম্পাদক এই রূপ অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং যদি টেম্পেল সাহেব তাঁহাকে রক্ষা না করিতেন তাহা হইলে স্মিথ সাহেবের বিপদাপন্ন হইতে হইত। টেম্পেল সাহেব ইনকম ট্যাক্স করিয়া অবধি ইংরাজদিগের নিকট অপ্রিয়, তাহার পর স্মিথ সাহেবকে রক্ষা করিয়া তিনি ইহাদের নিকট আরো অপ্রিয় হন এবং তিনি এই নিমিত্ত অহর্নিশি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। যদি এ দেশীয়রা তাঁহার পক্ষ সমর্থন না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার বিপদ হইবার বিচিত্র ছিল না। তাঁহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশে ইংলিশ ম্যানের সম্পাদক প্রভৃতি এখানে একটি সভার অনুষ্ঠান করেন এবং এমন দিন নাই যে ডেলিনিউস তাহাকে গালি না দেন। ফুলার সাহেবের মকর্দ্দমায় লর্ড লিটনের সেই বিপদ। তিনি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। তিনি হয় ত এত দিন বুঝিতে পারেন নাই যে এ দেশে ইংরাজের কি দেশীয়দিগের অধিক আধিপত্য। তিনি ফুলারের মকর্দ্দমায় ঘোর অবিচার দর্শন করেন। অবিচার দেখিয়া তাহার ব্রিটেনীয় শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিনি তখনই নির্ভয়ে এই ঘোর অবিচার শাসন করার যত্ন করেন। ইংরাজেরা ইহা দেখিয়া অবাক হন। ইংরাজে এ দেশীয় কাহাকে হত্যা করিলে যে তাহার কোন অপরাধই হয় না, এ দেশীয় ইংরাজেরা এটী এক রূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন। এ স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিপক্ষে এ পর্য্যন্ত কোন গবর্ণর জেনারেল কি গবর্ণর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। সুতরাং লর্ড লিটনের মিনিট পাঠ করিয়া ইংরাজেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজেরা এই নিমিত্ত এক বাক্য হইয়া তাহাকে দমন করার যত্ন করিতেছেন। লর্ড লিটন যেরূপ নির্ভয়তা ও সত্যপ্রিয়তার লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজেরা যে তাঁহাকে গালাগালি দিয়া দমন করিবেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, প্রত্যুত ইহা দ্বারা পরমোকার হইতে পারে। তিনি যদি প্রকৃত সত্যপ্রিয় হন তাহা হইলে যাহারা তাহাকে এই সুবিচারের নিমিত্ত তিরস্কার করিতেছেন তাহাদিগকে তিনি ঘৃণা করিবেন এবং তাহার দুর্ব্বল ও অক্ষম হিন্দু, মুসলমানদিগের উপর আরো অধিক দয়ার উদয় হইতে পারে। কিন্তু লর্ড লিটন যে কার্য্য করিয়াছেন এটি ইংরাজ শাসন কৌশলের বিপরীত। ইংরাজদের বিশ্বাস যে যে দিন ইংরাজ জাতি এ দেশে অপদস্থ হইবেন সেই দিন তাঁহাদের অন্যান্য উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। সেই দিন গবর্ণমেন্ট আর স্বেচ্ছাচারী হইয়া এদেশ শাসন করিতে পারিবেন না, সেই দিন মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের অত্যাচার অন্তর্হিত হইবে এবং ইংরাজেরা এদেশে উৎপীড়ন করিতে পারিবেন না। তাহারা এই নিমিত্ত ইংরাজদিগকে পদস্থ রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করেন এবং লর্ড লিটনেরও এই রাজনীতি রক্ষা করিতে হইবে এবং এই নীতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত হয় ত ক্রমে তাহার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড লিটন যে এখন আমাদের পক্ষে আছেন তাহার কোন ভুল নাই এবং যত দিন ইংরাজেরা তাহাকে ফুলারের মোকর্দ্দমা লইয়া তিরস্কার করিবেন তত দিন তিনি আমাদের পক্ষ থাকিবেন। আমরা এই সুযোগে ক্ষমতাবান হইতে পারি। সুসভ্য জাতির হৃদয় বিধাতা যে সমুদয় গুণে ভূষিত করিয়াছেন অসভ্য জাতিকেও তিনি সেই সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সুযোগ পাইলে সুসভ্য জাতির ন্যায় অসভ্য জাতিও এই গুণ প্রকাশ করিতে পারে। নীলের হাঙ্গমার সময় প্রজারা প্রথম জানিতে পারিল যে তাহাদের রাজা আছে, এবং তাহাদের পক্ষে রাজা আইন কানন করিয়া থাকেন এবং বিচারপতিরা কেবল অবিচারই করেন না। যে দিন তাহাদের মনে এই বিশ্বাস হইল সেই দিন অবধি তাহাদের উন্নতি আরম্ভ হইল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে তাহাদের মনে প্রথম এই বিশ্বাসের উদয় হয়। লর্ড লিটনের মিনিটের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রপীড়িত প্রজাদিগের এই রূপ উপকার হইতে পারে। লর্ড লিটনের মিনিট যিনি পাঠ করিবেন তাহারই মনে সাহসের উদয় হইবে। তাহারই চক্ষু হইতে মাজিস্ট্রেটদিগের অবিচার, পোলিসের অত্যাচার, দণ্ডবিধি আইনের কঠোর শাসন সমুদয় অন্তর্হিত হইবে। তাহারই মনে বিশ্বাস হইবে ইংরাজ এবং এ দেশীয় উভয়েরই রাজ দ্বারে অধিকার আছে এবং উভয়েরই জীবন রাজার নিকট মুল্যবান। যে দিন আমাদের মনে এই বিশ্বাসটী উদয় হইবে সেই দিন হইতে আমাদের উন্নতির স্রোত আরম্ভ হইবে। লর্ড লিটন ইহার বিকাশ হইবার সুযোগ প্রধান করিয়াছেন এখন ইহা আপনি বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যদিও লর্ড লিটন আবার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ইংরাজদিগের প্রতি পক্ষপাতী হন তথাচ আমাদের হৃদয়ে তিনি যে মহৎ বিশ্বাসের উদয় করিয়া দিয়াছেন তাহা নাশ করিতে পারিবেন না। আমাদের উচিত যে আমরা যত্ন পূর্ব্বক আমাদের এই বিশ্বাস পোষণ করি। ইহা পোষণ করিতে হইলে আমাদের লর্ড লিটনকে এই বিপদকালে রক্ষা করা উচিত। যদি আমরা লর্ড লিটনের পক্ষ লইয়া এরূপ ক্ষমতা দর্শাইতে পারি যে বিপক্ষ ইংরাজেরা তাহাতে পরাস্ত হন তাহা হইলে ইংরাজেরা আর কখন এদেশে এরূপ আধিপত্য করিবেন না। গবর্ণমেন্ট রাজ্য শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন এবং দেশে সত্য ব্যবহার ও সুবিচারের প্রাদুর্ভাব হইবে। আমরা যদি লর্ড লিটনকে সমর্থন করি তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। লর্ড লিটন এদেশের গবর্ণর জেনারেল তাহার পক্ষ সমর্থন আমরা যত দূর ইচ্ছা তত দূর করিতে পারি তাহাতে আমাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। যে বিষয় লইয়া তাহাকে সমর্থন করিব তাহার বিপক্ষে শত্রুদিগেরও কোন কথা কহিবার সাধ্য নাই। আবার আমাদের আর একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যুবরাজের বিশ্বাস যে ইংরাজেরা এ দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচার করেন। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া ইহার দুই একটী উদাহরণ দর্শন করেন। তিনি ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নাকি গবর্ণর জেনারেলকে বলিয়া দেন। এ সমুদয় নানা কারণে আমরা যদি লর্ড লিটনের পক্ষ সমর্থন করি তাহা হইলে আমাদের কৃত কার্য্য হইবার সম্ভব এবং যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহা হইলে দেশের কি মঙ্গল হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

রাজচন্দ্র দাস ও ডইলি সাহেব।

নিম্ন লিখিত পত্র খানি আমরা এ স্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

মহাশয়, ৩০ এ আষাঢ় তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকার ইংরাজীস্তম্ভে আপনি আমার কুক্কুর হত্যা মোকর্দ্দমা বিষয়ে কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন। অন্যান্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণও এই শোচনীয় ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব পত্রিকায় অভিমতি ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার দুঃখে আপনাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া আমার দুঃখ দ্বিগুণতর হইয়াছে। এত দিন হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়কে নিরং দগ্ধ

করিতেছিল, আপনাদিগের সকরুণ দুঃখান্বিত অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মনোদুঃখ বাক্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার ন্যায় কত নির্ধন ক্ষুদ্র ব্যক্তি প্রতি দিন মফঃস্বলস্থ ইংরাজ শাসন কর্ত্তৃগণের স্বার্থপরতা জনিত বিচারে ও প্রতাপে অত্যাচারিত হইতেছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? তাহাদিগের এক মাত্র উপায় রোদন, কিন্তু সে রোদন শূন্যেই মিশিয়া যায়। কিন্তু আমার ভাগ্য শুভ বলিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে, এই দরিদ্র বালকের প্রতি ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইবে কেন? বাঙ্গালীর দুঃখ লাঘব করিবার উপায় রোদন, আমি আজি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আপনার ও স্বদেশবাসীর নিকট মনোযাতনা প্রকাশ করিব। আক্ষেপের বিষয় যে, আপনারা আমার দুঃখ কাহিনীর অংশ মাত্র অবগত হইয়াছেন। অদ্য আমি অপরাংশ প্রকাশ করিব। যদিও জানি তাহা প্রকাশ করিলে আমার আবার বিপদগ্রস্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা তথাচ প্রকাশ করিব। কারণ আমার আর বিপদ কি? যে কারাবাস রূপ কলঙ্ক চিহ্নে জীবন কলঙ্কিত হইবার ভয় তাহা এই পাঠ্যাবস্থায়, এই বাল্যকালেই হইয়া গেল। জীবন থাকিতে এ কলঙ্ক বিলীন হইবে না, আন্তরিক যাতনা দূরীভূত হইবে না। হায়! জগদীশ্বর আমাকে কেন মনুষ্য করিয়া গড়িলেন? কেন ঐ নিরীহ ছাগলকে কুক্কুর দন্তাঘাতে মৃত্যুবৎ দেখিয়া আমার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল এবং ঐ ঘটনা স্থলে গমন করিলাম? কেন গমন করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিলাম না যে, যে কুক্কুর ছাগলটিকে বধ করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা একটী ইংরাজের কুক্কুর, সেই ইংরেজ, এক জন ভারতবর্ষীয় মাজিষ্ট্রেট এবং সেই কুক্কুরটী তাহার স্ত্রীর অতি প্রিয় এবং সেই স্ত্রী এক জন ভূত পূর্ব্ব বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের কন্যা? আমি কুকুর মারিয়াছি এই বলিয়া মেথর চীৎকার করিতে লাগিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুটী হইতে এক দল ভৃত্য আসিয়া কৃতান্তের মত আমাকে ধরিল ও মারিতে ২ কুঠির মধ্যে লইয়া গেল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সায়ংকালীন ক্রকেট খেলা পরিত্যাগ করিয়া কয়েক জন ইংরেজের সহিত আমার সম্মুখে আসিলেন এবং ভৃত্যগণকে কি কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, হস্তস্থিত ব্যাট দ্বারা আমার মস্তকোপরি বল পূর্ব্বক আঘাত করিলেন। আঘাত করিবামাত্র মাথা ফাটিল, জগৎশূন্য দেখিলাম, পরিধান বস্ত্র শোণিতাক্ত লাল হইল, মস্তক ঘুরিয়া ভূপতিত হইতে ছিলাম, অমনি নিকটস্থ কয়েক জন ভৃত্য আমার শরীর ধরিল। আমাকে এই গুরুতর আঘাত হইতে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে মুহূর্ত্ত কালের বিশ্রাম দেওয়া হইল না, তখনই আমাকে থানায় লইয়া যাইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভৃত্যগণের প্রতি হুকুম করিলেন। আমি থানায় নীত হইলাম। রাত্রি ৮টার সময় সাহেব দারগা বাবুকে পত্র লিখিলেন যে, আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কারণ আমি উপযুক্ত শাস্তি তাহার হস্তেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বাটিতে প্রত্যাগমন করিলাম। ক্ষত যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি অতীত হইল। ভাবিয়াছিলাম বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম। কিন্তু পর দিন প্রাতঃকালে এক জন পেয়াদা আসিয়া আমাকে পুনরায় ধরিয়া থানায় লইয়া গেল, বলিল, "মেম সাহেব" তোমাকে ছাড়িবেন না, মোকর্দ্দমা করিবেন। ১০০ টাকার জামিন দিয়া থানা হইতে আশু মুক্তি পাইলাম। তৎপর এথাকার আসিষ্টান্ট সার্জ্জন গিরিশ বাবুর নিকট ঔষধার্থ গমন করিলাম; তিনি মস্তকস্থ ক্ষত দেখিয়া বিস্মৃত হইলেন, বলিলেন ক্ষত একটু শরিয়া যাইয়া মস্তকের মধ্যদেশে হইলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা ছিল। ক্ষত এক অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা ও অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল জইন্ট মাজিষ্ট্রেট ক্লে সাহেবের নিকট কুকুর হত্যা মোকর্দ্দমার বিচার হইল, আমি দোষী প্রমাণিত হইলাম। কি জন্য বলিতে পারি না, কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন সপ্তাহের কারাবাস আজ্ঞা হইল। জইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মাজিষ্ট্রেট ডোয়ালি সাহেবের নামে মস্তকাঘাতের নালিশ করিলাম। আমি কারাগারে বাস করিতে লাগিলাম। তথাকার কষ্ট স্মরণ করিলে শরীর সিহরিয়া উঠে; অন্যান্য কয়েদী অপেক্ষা কি জন্য অধিকতর উৎপীড়িত হইতাম, তাহা বলিতে পারি না। এ দিকে ডোয়ালি সাহেব তাহার নামের মোকর্দ্দমা যাহাতে না চলে তাহার যত্নের ত্রুটী করিলেন না। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সময় আমার অভিভাবক পিতৃব্য মহাশয়ের মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় তিনি দায়গ্রস্ত হন। তিনি এথাকার এক জন মোক্তার; তাহার প্রধান মক্কেল এথাকার এক জন প্রধান কর্ম্মচারী। এই উভয় ব্যক্তিকে যে সকল ভয় প্রদর্শন করা হয় তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক। আমি জেলে থাকিয়া জইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে আমার কারামুক্তিকাল পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে মোকর্দ্দমা স্থগিত থাকে কিন্তু তিনি পুনঃ২ বিচারের দিন পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং মোকর্দ্দমার কিছুই হইতে লাগিল না। অবশেষে এক দিবস আমাকে জেল হইতে কাছারিতে লইয়া যাইয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অনেক সাহেবের পক্ষ হইয়া অনুরোধ করিলেন। তখন ভাবিলাম যে, আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, জইন্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পূর্ব্ব মোকর্দ্দমার যে সুবিচার দেখিলাম, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, অধিক হইলে হয় ত দুই এক টাকা অর্থ দণ্ড হইবে কিন্তু ইহাতে আমার কর্ত্তৃক আমার অভিভাবক অনেকে নিরপরাধে সাহেবের ঈর্ষানলে পতিত হইয়া সমূহ অনিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন। জইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মোকর্দ্দমা চালাইবে কি না" আমি অগত্যা বলিলামনা।" আমার দুঃখের কাহিনী শেষ হইল।

বোওয়ালিয়া
২২ শে জুলাই ১৮৭৬ } আপনার অনুগত
শ্রীরাজচন্দ্র দাস।

বাবু রাজচন্দ্র দাসের পত্র পাঠ করিয়া অনেকেই আমাদের ন্যায় চক্ষের জল নিক্ষেপ করিবেন। রাজচন্দ্র বাবু যেরূপ মনোবেদনায় কাতর হইয়া বিজনে রোদন করিতেছেন এবং তাহার রোদন যেরূপ শূন্যে লীন হইয়া যাইতেছে এই রূপ ভারতবর্ষে কত ভদ্র সন্তান রোদন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। আমরা গতবার লিখি যে যত দিন আমরা একতা সূত্রে আবদ্ধ না হইব তত দিন আমাদের দুঃখের অবসান হইবে না। কিন্তু কি উপায়ে আমরা এই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব? আমাদের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আমরা অন্নচিন্তায় অস্থির হইয়াছি। যে জাতির এই রূপ দুর্গতি সে জাতির মধ্যে একতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আশা এক রূপ দুরাশা। তবে প্রকৃতির বিচিত্র গতি। যখন বাঙ্গলার প্রজারা নীলকরগণের উৎপীড়নে মুমূর্ষাবস্থাপন্ন হয় তখন তাহারা ঐক্য হইয়া আপনাদিগের অবস্থা উন্নতির যত্ন করে। এখন যে প্রজাদিগের নাম শুনিলে ভূস্বামিরা আতঙ্কিত হন ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা কি ছিল। প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা এই সমুদয় অননুভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের এক জন বোম্বাইবাসী বন্ধু বলেন যে "হিন্দু ধর্ম্মের যদি পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি থাকিত তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মসূত্রে অনায়াসে আবদ্ধ হইতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবল গিয়াছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় হয় তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে আমরা নানাপন্থীদের ন্যায় এই ধর্ম্ম দ্বারা দলবদ্ধ হইব কিন্তু সে আশা আমাদের বিফল হইয়াছে। এখন ঐক্য হইবার আমাদের দুইটী উপায় আছে। ইংরাজি ভাষা এবং ইংরাজ জাতির উৎপীড়ন। ইংরাজি ভাষা দ্বারা আমরা এখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তবাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারি এবং ইংরাজদের অত্যাচার ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই সহ্য করেন।" বোম্বাইবাসী বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া আমরা আশ্বস্ত হই, আমরা সেই অবধি কোন অত্যাচারের কথা শুনিলে আর পূর্ব্বের ন্যায় হতাশ হইয়া পড়ি না। এখন কোন অত্যাচারের কথা শুনিলে আমাদের তখনই মনে হয় যে এই বার বুঝি সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু কৈ, এমন দিন নাই যে আমাদের মধ্যে এই রূপ নিষ্পীড়ন না হইতেছে, এমন দিন নাই যে আমরা একবার এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া নেত্র জল নিক্ষেপ না করিতেছি, কিন্তু তথাপি আমরা একতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতির গতি বিচিত্র এবং তাহার কাছে আমরা যত অপরাধই করি তিনি নির্দ্দয় নন। রাজচন্দ্র বাবু দুঃখিত হইবেন না। তিনি অনর্থক কষ্ট পাইয়াছেন বটে কিন্তু এমন হইতে পারে যে তাঁহার কষ্টই আমাদের দুঃখ মোচনের সূত্র হইতে পারে। যাহারা এই রূপ কষ্ট পান তাহারা জানিবেন যে তাঁহারা মার্টার (বাঙ্গলায় ইহার প্রতিশব্দ নাই) তাহাদের ইহাতে কলঙ্ক নাই। তাহারা বরং আমাদের দেশের পূজনীয়। ফুলার সাহেব যে সহিসকে হত্যা করেন, সে অমর ছিল না, তাহার মৃত্যু হইতই হইত। তবে ফুলার সাহেব কর্ত্তৃক হত হওয়ায় সে দেশের একটী পরম উপকার করিল। লালচাঁদ বাবু পুরুষ মানুষ এবং এ দেশে বলে পুরুষের দশা দশা। কিন্তু তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দেশের বিশেষ একটী উপকার করিলেন। রাজচন্দ্র বাবুও অপমানিত ও দণ্ডনীয় হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করিলেন, ইহাই বলিয়া আপনাকে সান্ত্বনা করা উচিত। মার্টার ভিন্ন দেশ উদ্ধার হয় না! যাহারা এই রূপ অত্যাচার সহ্য করেন তাহারা দেশের পরম হিতাকাংক্ষী।

মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন অধ্যাপনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে কতকগুলি টাকা ন্যাস্ত করিয়া যান। বিশ্ববিদ্যালয় মৃত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে একটী আইন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেন। বৎসর ২ এক ২ জন আইনজ্ঞ ব্যক্তি এই পদে নিয়োজিত হন এবং তিনি বিশেষ ২ আইন গ্রহণ করিয়া এক এক খানি পুস্তক প্রণয়ণ করেন। ইতিপূর্ব্বে কাউয়েল সাহেব উক্ত অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের সংকলন করেন। কিন্তু উক্ত পুস্তক এত অসম্পূর্ণ হয় যে উহা দ্বারা হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের বর্ত্তমান অভাব দূরীকৃত হয় না। বাবু শ্যামা চরণ সরকারের কৃত ব্যবস্থা দর্পণ উচ্চ আদালত সমূহে গ্রাহ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে কেবল বঙ্গ দেশ প্রচলিত ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত আছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যবহারোপযোগী এক খানি ব্যবস্থা গ্রন্থ নাই। আদালত সমূহ কর্ত্তৃক হিন্দু দায় তত্ত্বে এত নূতন ব্যাখান সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে যে ম্যাকনাটন প্রভৃতি কর্ত্তৃক কৃত প্রাচীন গ্রন্থ সকল এখন আর তত কার্য্যোপযোগী হয় না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহোদয় নিজে এক জন হিন্দু ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থ হইতে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু দায়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এক খানি সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ গ্রন্থ হওয়া আবশ্যক। আগামী বৎসরের জন্য নূতন অধ্যাপক নিয়োজনের সময় আসিয়াছে। আমরা ভরসা করি বিশ্ব বিদ্যালয় এবার হিন্দুদায়তত্ত্ব অধ্যাপনার বিষয় বিবেচনা করিবেন।

বাঙ্গালীদিগকে জেলার জজিয়তি পদে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বহুদিন হইতে আন্দোলন হইতেছে। এবার বুঝি বাস্তবিকই বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইংলিশম্যানি শুনিয়াছেন যে অতি শীঘ্রই এ দেশীয়দিগকে জজিয়তি পদ দেওয়া হইবে।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JULY 27, 1876.

The investiture of Roy Sham Sanker Choudhury Bahadur of Dacca came off last Saturday with great eclat. The *elite* of the Calcutta society were present at the ceremony. We shall give an account of Roy Sham Shanker's services to the country in a future issue.

——oo——

THE DOG CASE OF RAJSHYE.—Our readers must have felt indignant at Mr. D'oyley's dog case. But they and the public have only heard a part of it, and a very insignificant part. The most vital portion of it they have yet to learn. Those who read our Bengalee columns will find the sad tale narrated by the poor boy Raj Chander himself. But we have also procured the story from several people with great difficulty and we relate the facts as they have reached us.

Raj Chunder Dass is a boy of sickly, weak and nervous constitution. We feel it certain he had nothing to do with the killing of the dog. The whole pack of Mr. D'oyley's dogs were let loose, only a small terrier was in chain. Mr. D'oyley's mehter had hold of this small terrier and was following the others (grey hounds we believe). The loose dogs fell on a goat and was about to tear it off. Women who were owners of the goat were screaming. The mehter was perplexed. In a hurry he went up to the goat. The small dog which he had been hitherto holding by the chain also got loose in the confusion. The mehter in order to restrain it beat it with the chain. The chain struck accidentally in a delicate part and the small dog fell dead. In the meantime the goat had been despatched. But that was little matter. The terrier was the pettest dog of Mrs. D'Oyley. Woe was to the mether that it ceased to live while in his charge. Mr. D'Oyley might take his head for aught he knew. In this crisis, the mehter's presence of mind presented him a valuable suggestion. Raj Chander attracted by the cries of the women was standing by. He was physically incapacitated to prevent the dogs killing the goat, but being naturally a kind-hearted soul, he was much affected with the scene, and remonstrated with the mehter for his negligence. A capital idea struck the mehter. Why, Raj Chander was to be the scapegoat of the mehter's sins. The mehter cried aloud that the boy has killed Mem Saheb's dog. Raj Chunder stood aghast. He was at once seized and taken to the place where Mr. D'Oyley was playing Badminton. The Judge, the Joint Magistrate, and other Shaheblognes were also in the playing party. As soon as the mehter had intimated to Mr. D'Oyley the fact of the terrier's death and referred to Raj Chunder as the author, up rose Mr. D'Oyley's Badmiton bat with lightning speed and fell on the boy's head with the full force that the ghost of the terrier could command. Blood gushed out. The boy was about to faint. Mr. D'Oyley laid hand on the wound and tried to prevent the blood from gushing out. However Raj Chunder's cloth became from white to red. He was then sent to the thannah with instructions to send him to the doctor. The doctor (Asst. Surgeon) treated the wound for 2 or 3 days and it began to heal. But the day after the occurence somehow or other the Police took the boy under custody and releasing him on bail gave him to understand that he must take his trial for killing Mr. D'Oyley's dog which was said to be worth above 100 Rs. The sections of the Penal Code which were referred to by the Police provide imprisonment extending 7 years. One can understand the position of the boy. Well, some advised the boy to lodge a complaint for the wound on his head which was yet bandaged. But most of his friends, and they were wise men, counselled him thus: "Fool that you are to think of complaining against the Huzoor. What will the complaint end in? In all probability it will be dismissed as a piece of impudence, while the anger of the hakeems will visit you with redoubled force and cause your weak bones to rot in the jail. Leave far off complaining. See if you can get yourself saved by throwing yourself at the Huzoor's feet." The boy followed this counsel. But his entreaties were of no avail. He was sent to Jail to work there at the oil machine for 3 weeks, as our readers already know from what has been published.

When however the boy was sentenced to imprisonment he had no longer any motive to desist from lodging his complaint for the wound on his head. He presented a petition. What now followed is also very painfully interesting. The case was withdrawn, why it was withdrawn we shall presently relate. Raj Chunder withdrew his case from pressure, threats, and some good inducement. The pressure was of a general character which was not much visible. Every now and then peons were sent to the uncle of the boy who was a Mooktear, and then the Collecterate Khajanchi was the master of this poor man the Mooktear. The threatening was this. Raj Chunder had stated on oath that he had not killed the dog. Now it was threatened that the Shaheb would prosecute him for perjury and of which there was no escaping. Then again the boy and his uncle were poor men and threats were held out that there would be a case for damages too for the dog killed. The inducement was the most substantial part of the thing. The boy was sickly, yet he was ordered to be put to the oil-machine. It was understood that if the boy withdrew the case, he would be put to a much lighter work. This was a great consideration. But, as it would appear from Raj Chander's statement published in our Bengali columns, he was more severely treated than the other prisoners. So it was a false and cruel inducement that was held out to him. But the object of Mr. D'Oyley's friends was accomplished. The boy suffered all the rigors of an Indian jail, and the Magistrate himself came away scotfree for nearly killing an unoffending and unresisting lad.

Lord Lytton has already signalized his reign by his memorable Minute on the Fuller case. May we venture to hope that the Government will also take up this case, and pass an equally scathing censure upon Magistrates for imprisoning people for killing dogs?

——ooo——

THE CASE OF FULLER:—When we noticed the case of Fuller last week, we purposely avoided to give vent to our feelings. Indeed we curbed our feelings of intense satisfaction with difficulty, and gave our Anglo-Indian fellow subjects an opportunity of according a graceful support to the policy of the new Viceroy. We did not choose to take up the side of our new Ruler and thus raise a feeling of party spirit in the breasts of the Anglo-Indians. We left the task to the Anglo-Indian Papers to come forward to support the policy of the Viceroy. It would have been extremely graceful and generous on their part to take this opportunity of impressing upon their own countrymen, the absolute necessity of treating the natives with consideration. But we see we miscalculated our men. It was foolish to expect any such step from them, for they too came from the race of Fullers and Leedses and it was with something like a feeling of horror we read that the generous Minute of Lord Lytton was condemned. Extremely low must be the morality which can support homicides or murderers, on the sole ground, that it would be inexpedient not to do so.

Lord Lytton surprised the Indian world by his generous Minute. And what did he do? He simply condemned the action of a Magistrate who let off a homicide with a nominal fine. When such an act causes surprize, low indeed must be the morality which guides the criminal administration of our country. It surprized Lord Lytton to find that a European, who knocked down an innocent man, was let off with a fine of thirty Rupees, and in his generous indignation he censured all who were concerned in that cowardly and infamous affair. But the acts of Fuller and Leeds surprised the Local Government not, neither did they appear in any way unusual to the organs of Anglo-Indian public opinion. They are all familiar with such scenes; killing a native and escaping with a nominal fine is to them an every day affair and therefore extremely natural to their conceptions. Their surprise was not that Fuller or Leeds should act in this way, but that Lord Lytton should notice such a trifling affair as the killing of a native by a European and go out of his way to condemning the Magistrate. To their thinking, Lord Lytton is a youngster, has yet much to learn, is yet in his teens, and entertains absurd notions of life and property, and justice and humanity.

Such acts, which Lord Lytton has thought fit to condemn, so often present themselves to their eyes that they see very little impropriety in them. Newspapers record such scenes weekly, almost daily. At one time we hear that an Assistant Magistrate ordered his peon to pull the ears of a respectable native, at another time we hear that a man is sentenced to rigorous imprisonment for catching the leg of the "Court." One Magistrate hauls up a man for playing the Setar, and an Executive Engineer causes the rigorous imprisonment of natives for two years because they danced in the lightness of their heart. One Planter flogs his female coolies, and another causes the death of a ryot who prevented the forcible sowing of his land with indigo and then charged the son with the murder of his father. One European forcibly entered the house, even the Zenana of a respectable man, with twenty or thirty men, assaulted and abused him and was let off with a fine of Rupees fifty, and a school boy was imprisoned for three weeks for interfering with the dog a of Magistrate which was devouring a goat of a poor woman. A mahout was speared because the animal was terrified at the sight of a wounded tiger, and eight ryots shot and then imprisoned rigorously for six months, for giving a passive resistence to a European who wanted to destroy a *bund* calculated to benefit tea but injure the paddy crop. Neither is that case unfitting to mention here of a man, who wantonly shot down three passers-by and was let off on the ground of temporary insanity.

Now the above cases are not the creations of a heated imagination. They are facts, and facts which occured only recently. Would any new comes from Europe believe it, if it were stated to him that the above incidents occured, at a time of profound peace, in a civilized country, under an enlightened Government, within the course of two months! Lord Lytton probably heard from those who accompanied the Prince that the Natives were maltreated by Europeans. He came to India and the above cases presented themselves to his view, and confirmed the report. Lord Salisbury has been shewing his anxiety to protect the natives from violence for the last several years. It was left to Lord Lytton to take the matter vigorously up in his hand and crush wanton evil-doing by one strong measure. And the consequence is there is consternation amongst the Anglo-Indian community. They know very well that they have an extreme liking for that pastime of knocking down natives, but if they are punished for indulgence in this pastime they must give it up.

The only strong point that they urge against the strong measure of Lord Lytton is that it will render European life in India unsafe. Or in other words, if the Europeans are not allowed to knock down natives now and then, the natives may in their turn knock them down. But give them one chance. You never gave them that. You have been knocking them down since you could do so with impunity. You have never given them an opportunity to shew how they would behave themselves if they are treated with justice and humanity. It is said also that if Europeans are adequately punished for knocking down natives, the natives will bring false cases against Europeans. But here again we repeat that the natives ought to have a fair trial. Even if the natives prove troublesome, the cases will be tried by Europeans themselves. Here is an account of a case which occured the other day in Maldah.

Mr. Galway, a planter of Kaliachak Concern, was charged with causing hurt to one of his ryots. The case was tried by the District Magistrate, but notwithstanding the admission of the accused and the marks of violence on the person of the complainant, the charge was dismissed as frivolous and the complainant was ordered to pay 50 Rs. to Mr. Galway as compensation. So you see, so long the Europeans retain the control of criminal justice in the country, there is no fear on that score. To Lord Lytton we have no words to express our gratitude. Some interested people might blame him, but the world and his better conscience will uphold him.

——ooo——

WHO SHOULD BE OUR MUNICIPAL COMMISSIONERS?—We resume, as promised, our consideration of the question at the head of this article. We have seen that a Municipal Commissioner, in order to be successful, must bring to the administration of the constitution with the state of which he is entrusted, a faith of approved genuineness and persistency, and an intelligence free from the drawbacks of conceit, habit, and partizanship. A third qualification, to which we shall next call attention is independence. Now, what *is* independence? There is the materialist's independence and there is the spiritualist's indipendence. The former type of independence is a comparatively common commodity; the latter type of independence must, we fear, be set down as a *rara avis*. The vulgar ideal of independence is satisfied with a piece of adipose humanity, in which is represented a certain quantum of wealth and indolence. And if a person does not happen to be made of money, and must needs labor to live, let him but steer clear of the service of the Governor, non-official as well as official, and he will, without further question, pass muster as a receptacle of independence. We do not despise wealth, nor do we despise the privilege of exemption from the active service of the governing class. On the contrary, we believe that wealth and disengagement from the bonds of the governor's service, *may* operate as auxiliaries to the development of that type of independence which, as spiritualists, we take to be of infinite value. But an objectivitized world is naturally enamoured of objective worth to such an extent, as to be detained by it to the end of the chapter, and the result is that its subserviency to subjective ends, the only true test of its importance, is left to die out unutilized. As a matter of fact, therefore, we not unoften find among men dignified by a materialistic world into representatives of independence, number of whom it would be no exaggeration to affirm that they dare not say their souls their own, dastardly poltroons, cringing sycophants. Electors cannot be sufficiently warned against too soon accepting wealth and non-service under Government, as proofs of independence, a qualification on which it would be redundant for us to argue into a necessity for a Municipal Commissioner. They must demand other guarantees of independence, in those who offer to represent them. It is subjective independence, the independence of the spirit, that they should insist upon as a prime condition of election. We shall here point out some of the indications of this type of independence. Individuality, we take it, is an infallible mark of independence. An independent spirit asserts itself as the centre, and not as a point in the circumference, of a circle. It does not, as if by some fatality, rotate everlastingly round a centre, the attractions of which have, by a variety of circumstances, been inflicted upon it. You may hold it up as eccentric, and the decep-

tions of language may help to interpret the eccentricity into a fault. But eccentricity is, after all, a relative term; and the eccentric spirit may, meanwhile, rejoice in a centre within itself, destined in time to draw all unto it. It is no startling proposition that there is very often more of the *orthos* in heterodoxy than in orthodoxy. There may be singularity in heterodoxy, but singularity is of the essence of individuality, and individuality is of the essence of independence. Electors should do well, therefore, to inquire whether those who would fain represent them are known to have any opinions at all on current subjects, and whether in those opinions are discernible any traces of originality. Men without opinions at all, have yet to prove that they have animated spirits; men who have never exhibited any traces of originality in their deliverances, have yet to prove that they are endued with independent spirits. It would be a mistake to elect enthralled spirits, a sadder mistake by far to elect dead spirits. But it should, at the same time, be remembered that there is in the world such a phenomenon as a simulated independence, which, while it proves the enviableness of true independence, is itself a trap off which men should be warned. We have known men to hold opinions on various subjects, and to hold opinions of their own too, with a tenacity which we have been led to accept as the out-come of genuine independence, and we have known them also to sacrifice their opinions at the altar of time and soft pressure. There have been in Parliament, leaders of the opposition, who simulated no end of independence, only as a dodge to tempt the Ministry to win them over by the bestowal of same coveted office or honor, and who lived to enjoy the fruit of their diplomacy as converts to the doctrine of the divine right of kings. Such time-serving independence is not a thing unknown in our day and generation. We have had the misfortune of witnessing the humiliating phenomenon of the dog returning to its vomit, in the person of men of therefore unchallenged independence. Electors should, therefore, discriminate between independence that is amenable to soft influences, and independence that is defiant of all soft influences. They should look out for men with whom independence has been a principle, and not a policy. Nor is this all. A successful commissioner should not only be, on principle, independent within, but his independence must be felt. A man of felt independence often diffuses a salutary influence over an assembly without even uttering a syllable. His very presence is a guarantee against the indulgence of sycophancy, the operation of any weakness to act the cuckoo. And one sure test of the independence of a man being felt, is that he is a terror to all guilty consciences. Go to an assembly, just enacting the maxim, "Eat, drink, and be merry" with an eclat, and just mysteriously feeling ill of ease, and furtively washing their mouths, and you may be sure that the terrors of a spirit of uncompromising independence have been reflected on them. Some one is there, and for them to face him is death, already in their heart of hearts they tremble like an aspen leaf, and they would give whole worlds to escape a challenge from him. That's a man of felt independence and that's the man who deserves to rule. We must close here the second instalment of our answer to the question with which we started.

——ooo——

THE CLAIMS OF THE INDIANS TO COVENANTED POSTS.—It will be in the recollection of our readers that Lord Northbrook was occupied with a very difficult problem which bids fair to be soon solved by his successor. The question of appointing Natives of India, more freely than at present, to posts hitherto reserved for Covenanted Civilians, was under his serious consideration. It was Lord Cornwallis, who ousted the natives of the soil from all posts of emoluments, and the poor people had to depend entirely upon the land for support. The transfer of the Empire to the Crown presaged better prospects, promises were held out at that time, no doubt honestly, but the difficulties of the problem were too much for the intellect of the British statesmen, who intended to make all the ends meet, but failed. Naturally also, as the time rolled on, as the ink with which the promise was recorded dried, the hold of the pledge upon the hearts of our rulers slackened, and the promise became to all intents and purposes a dead letter. At last, after ten years of hesitation and reflection, deliberation and discussion, the state scholarships were instituted. But what it took ten years to build, was demolished by a single stroke of the pen, and the Duke of Argyll promised that the Natives of India would be taken into the Civil Service without any examination whatever. Such an Act was actually passed in 1870, but the Act remained a dead letter so long as the Duke held office. The subject was then taken up by his successor the present Secretary of State and by repeatedly urging the claims of the people forced the Indian Government to take notice of the matter. Some rules relating to the admission of the Indians to higher posts were then framed by Lord Northbrook and sent for approval of the Secretary of State.

The result of the framing of these rules, as is well-known, was followed by a fearful Memorial of the Civilians. When it was believed that the natives of the soil would be more largely employed in the Uncovenanted Service than before, there was a consternation in the ranks of the Eurasians and the inferior classes of Europeans, and they held a monster meeting to condemn the policy of Government. When Lord Northbrook announced his intention of giving employment to the natives in the Railway Department as drivers, guards and plate-layers, the Eurasians considered such berths as their birthrights, and vigorously opposed the resolution. And similarly when the late Governor-General framed rules to give employment to the people of India in the Civil Service, the Civilians came forward with a memorial signed by upwards of three hundred and fifty members of the service in Bengal, the North Western Provinces, the Punjub, and Oude.

The question was on the tapis full one and half year ago, and we thought, it has, as usual, been shelved off. But we are glad to learn that the Government of India has called upon the Lieutenant Governor of Bengal to report what posts, he considers, can be conveniently filled with Native incumbents; and it is considered highly probable that the changes recommended will not be confined to judgeships, but will include Magistrate and Collectorateships as well. This is no doubt a cheering news to us the natives of the soil, but it appears to have caused some alarm to the members of the Bengal Civil Service. At least the *Englishman* would make us believe so and our contemporary avers that Government would be guilty of a most gross breach of faith by employing the natives to the covenanted posts. Now we do not contend that the Civilians have some claims upon the consideration of Government, but they must not forget that pledges were also made, and repeatedly held out to the natives of the country for the last 45 years. The people of India have been so often and so long tantalized that they have as well a right to complain against the good faith of Government. As far back as 1824 the Court of Directors had urged upon the Government of this country to give the people a share in the administration of the country. In 1831 Lord William Bentinck declared that he had brought from home a "deep conviction of the necessity of throwing open the doors of distinction to the natives, and grant them a *full* participation in all the honours and emoluments of the State." Since then the Government has been planning and resolving to no purpose and the ostracism of the natives inaugurated by Lord Cornwallis obtains yet in full force in this wronged country. If the Government is bound by general pledges to the Civilians, it is bound by distinct pledges to the Indian people, who have gradually come to lose all faith in the sincerity and good wishes of Government. So the argument that the admission of the natives would involve a violation of the pledges and covenants into which Government has entered with its European Civil Servants can be urged with greater force by the people of the land.

There is another question raised by the *Englishman*. Our contemporary, while admitting that the people of this country can make good judges, is of opinion that, as Magistrate Collectors they are failures. Let us examine this point. In the Magisterial officers are combined two distinct functions in judicial and executive. Excepting the hearing of criminal appeals from the orders of such of his subordinates as exercise powers of the Magistrate of the second and third classes, the District Magistrate does very little judicial work, criminal cases being disposed of by his subordinates—the Joint Magistrate, the Assistant Magistrate and the Deputy Magistrates. The chief function of the Magistrate in fact lies in writing out reports. And even in this he is largely helped by his native subordinates. An impartial observer cannot but admit that the real work of the administration in every District is mainly carried on by the Natives. Is it the Road-cess? It is in the charge of so and so Deputy-Collector Babu. Is it the Excise? Babu—Mookerjee has the control of it. Is it the Treasury? It is under the supervision of Deputy-Collector Babu———. Is it the Land Acquisition, the Land Settlement the Village Chowkidaree and so forth? They are one and all in the charge of this Babu or that. Even in suits to which the Collector is a party, either on behalf of Government, or in that of that Court of Wards the guiding spirit is not the high-salaried Collector, but generally the Native Government pleader on Rs. 25 a month. No Collector, Assistant-Collector, or Joint-Magistrate pretends to know the Civil Law as distinguished from the Revenue and Criminal. It is not unoften that the Executive Head of a District submits to the Commissioner as his own opinions recorded by the Government Pleader, and is more than once praised for his legal lore. The "Keranidom" is often looked down upon with contempt, nevertheless it is a fact that, but for efficient Head Ministerial officers, Magistrate-Collectors would have committed, so far as executive work is concerned, more blunders than they do at present. Had not Mr. Humphrey set at naught the protests made by his Native Accountant he would not have brought such disgrace on the Civil Service. As for criminal cases, they are, it is well-known, far better decided by Native Hakims than European Solomons.

From the above it will appear how the administration of a District is managed. The Native is still the burden of beast. Without the Native agency, an English Magistrate can hardly move a step. An efficient Head Clerk or a Deputy-Magistrate is absolutely necessary to set a-going the works of a District. It is therefore most unfair to say that a properly educated Native gentleman would not make a good Magistrate. A few years back it was a matter of doubt whether the Native community was capable of furnishing both competent and honest Judges, but the test has been successfully passed, and the *Englishman* who expressed this doubt more strongly than any other has at last come round and admitted its mistake. The Native Deputy-Magistrates were at first employed experimentally and the experiment not only succeeded but now the business of the British *raj* would remain at a stand-still without the help of natives in the subordinate executive service. Similarly let them have the higher executive posts in the Indian administration, and they will not disappoint their rulers. The people of this country are both intelligent and hard working, and with a little training they would do honor to any post with which they may be entrusted.

——ooo——

ENGLAND'S INJUSTICE TO CHINA:—One of the burning questions which recently engaged the attention of the Parliament was the Chinese question. As usual the mountain brought forth a mouse. The brilliant and stirring speeches which were made on the occasion, and which presaged some important results, ended literally in smoke. Now, it is well known that the relations of the English with the Chinese people are not quite satisfactory. In fact the nature of these relations is getting more and more unpleasant. The English nation look down upon the celestials as treacherous barbarians who are devoid of every vestige of honesty and good faith, and who are capable of performing every description of deed, however atrocious that may be; while the latter retort the charge with great vehemence, and perhaps with greater truth. History at least is in favor of the Chinese, and the voice of historical truth will tell you how unjustly have these people been all along treated by the English. But whatever the cause, the fact is undisputed that the relations between England and that people are disturbed and unsatisfactory. With a view to placing these relations on a permanantly satisfactory footing Mr. Richard, M. P., brought forward his motion for revising the existing treaty between Great Britain and China. He denounced the dealings of the English nation with the Celestial Empire as most discreditable to them, and brought forward an array of facts in support of his statements which were really formidable. Mr. Richard in fact delivered an excellent speech on the subject of his motion and the following extract from it though long will amply repay perusal:—

He said this was a question which would be regarded on all sides as of great importance. We had been brought, by a series of our own acts, into relations with an empire containing between 300,000,000 and 400,000,000 souls, forming probably not much less than one-third of the whole human race. Assuredly it was desirable that those relations should be friendly and pacific, but that they had not been so for the last forty or fifty years was unhappily too notorious. The question arose, whose fault was it that our relations with that people were so disturbed and unsatisfactory? Unscrupulous patriotism would say it was entirely the fault of the Chinese—that they were a proud treacherous lot of semi-barbarians, who did not know how to observe their treaty engagements with an upright, law-abiding people like ourselves. Unhappily the voice of historical truth would not ratify that judgment. Having carefully studied the subject for many years, his impression was that there was no part of our history to which an honest Englishman could look back with so much mortification and shame as that which recorded our dealings with the people of China—that was, if we were to be judged by the ordiaury principles of international morality. One source of the errors into which we had fallen with regard to China was that we had virtually abandoned the direction of our policy to a small commercial community residing there, who had powerful connections at home, and whose interests were not always the interests of the nation. The fault he found with that small community was that they seemed to be always looking out for occasions of offence, and when these arose they eagerly seized upon and presented them to the world in the most exaggerated form. As an illustration he would mention that as soon as the deplorable death of Mr. Margary was known in China it was at once assumed by our countrymen there, that the murder was owing to the treachery of the Burmese Government. There was, however, the testimony of Dr. Anderson, a member of the embassy, to prove that there was no foundation whatever for imputing to the Burmese Government or people any complicity in that act. There was always among many of our countrymen a cry for "annexation." When we went to Abyssinia there was an outcry in favour of annexing that country; and he believed if a body of Englishmen could find their way to the moon, that before they had been there twelve months they would ask the Colonial Government to annex that planet. Lord Elgin, in his admirable "Letters," said, "I am sure, in our relations with these Chinese, we have acted scandalously." He wanted the British Government, Parliament, and people to feel their responsibility in this matter, to take our policy into their own hands, and to govern those people according to their own principles. He believed that unhappily, we had been on the wrong tack from the beginning in our treatment of the Chinese. In our first quarrel with them, in 1838-9, we were, in his opinion, wholly wrong. That quarrel arose from the audacious determination of some British merchants to smuggle opium into China, in flagrant violation of the laws of that country. The war of 1840 w[illegible] justly called "the opium war," and opium had more or l[illegible] tainted our policy from that time until the present, and h[illegible] been the principal source of the ill-will and heart-burning which existed against us in China among its Government and people. The standing charge brought against the

Chinese was that there was no trus them—that they were constantly guilty of violating tre into which they had entered with this country ; how did we observe our treaties towards them ? The and war we waged against the Chinese because they sei in their own waters a vessel which was certainly a s ggler, and probably a pirate. That war was condemned a vote of that House, and by a more remarkable conce s of opinion among our leading statesmen than he ex remembered. During the war we poured red-hot shot into Canton for many hours, if not for some days suc sively. The war was ended by the treaty of Tientsin, by ch the opium traffic was legalised. The Chinese were f ced to accept that treaty, and Lord Elgin felt very gre reluctance in urging it upon them, but he had his instructi s from home to do so. That it was forced on the Chinse was abundantly proved not only by the declarations of the Chinese themselves, but by the statements of our own diplomatists. Lord Elgin stated that this treaty was in the eyes of the Imperial Government revolutionary, and was extorted from their fears. Sir Thos. Wade, our present ambassador at Pekin, also said that the concessions in this treaty were extorted against the wishes of the educated classes in China--not of the mandarins or official class only, but of the millions who were saturated with a knowledge of the history and philosophy of their country. This brought him to the consideration of the opium traffic, which was the real disturbing cause in our relations with China. The Chinese authorities had always strenuously objected to the admission of opium into the country, and endeavoured to keep it out by the imposition of a high duty. To him it was a most humiliating thing, as a member of a Christian community, that all the resources of British diplomacy and all the powers of British arms were employed to force on a heathen nation an article which they objected to, because it spread among their population debauchery, disease, and death. The hon. member quoted the evidence of many high officials, including Sir Stamford Raffles, Captain Elliot, Captain Shepherd, Montgomery Martin, and Sir Thomas Wade, to show the baneful effects of opium-smoking. The latter-named gentleman said the use of opium in China was a habit more pernicious than the gin and whisky drinking which we deplore at home. He knew of no case of a radical cure, and the habit had ended in every case within his knowledge in the destruction, moral and physical, of the smoker. The testimony of English doctors who had practiced for years in Chinese hospitals, and had had hundreds of the victims of opium under their treatment was unanimous that the use of this drug was most deleterious to the health and morals of the people. The testimony of the missionaries was to the same effect. The London Missionary Society, which had branches in every part of the world, had entrusted him with a petition to the House on this subject, and they declared that the principal obstacle to the success of the mission in China was our complicity in the opium traffic there. He now came to the unfortunate expedition to Yunnan and the murder of Mr. Margary. No one regretted more than he did the untimely fate of that enterprising, intelligent, and courageous young man. The one salient fact known to the people of this country was that this gallant and high-spirited young Englishman perished in a fray; and instantly the cry arose, "Let us have vengeance." If one asked, "Against whom ?" the reply was, "Well, against anybody, Burmese or Chinese ; but there must be vengeance against some one, because an Englishman has been slain." He thought he could show that here again this accursed thing opium had something to do with the mission of Mr. Margary. One object of forcing open this trade route was for the purpose of flooding the wealthy province of Yunnan with Bengal opium. In 1862 Colonel Phayre, then chief commissioner in British Burmah, was instructed to negotiate a commercial treaty, opening out a caravan route through Burmah to Yunnan, and in his instructions he was told to obtain a clause to allow opium to pass through Burmah duty free, or on payment of a moderate transit duty. It was difficult to know where lay the responsibility with respect to the expedition for the exploration of the route from Burmah to the West Provinces of China, but we knew what had been the result. Every time we had entered into a fresh war we had been assured that it would be the means of opening up a way for British commerce ; but had that assurance been realised ? Our export trade with China had always been in an unsatisfactory condition, and it was so now. Cobden said he firmly believed that if we took the profits of the whole of our export trade to China and set them at high rate, it would be found that their value was far exceeded by the cost in whch the trade had involved us for the maintenance of armaments to protect that trade. Sir Rutherford Alcock also expressed himself to similar effect, recommending that it would be far better to leave the Chinese alone. The time for the revision of the Treaty of Tientsin was not far distant, and we ought to take that opportunity of revising out policy with regard to China in a generous spirit. Do not let us be afraid to confront that great evil, the opium traffic, which beyond all doubt had done more than anything else to render difficult our intercourse with the Government and people of China, and which was dishonouring the British name before the face of all the world.

What honest Englishman to whom the national repute is dear can read the above without the hot blood mantling to his brow ? And yet they are facts,-stuborn historical truths—which nobody can deny. England's policy towards the East has been all long aggressive, and an aggressive Power must bid farewell to all that is fair and noble. What did China 'do to England that the former should receive such grossly barbarous treatment in the hands of the latter ? The Chinese never interfered with the affairs of the English, it was the people of England on the other hand who forced themselves upon an unoffending nation, wrested a portion of their Empire, and then poisoned them with a noxious drug the effects of which are terribly telling on them. But it is no use raking up old matters. The fact cannot be denied that England is not doing its duty towards China, and the course which she is following in that respect, is not at all calculated to raise the English people in the estimation of the world. The motion of Mr. Richard for establishing a satisfactory connection with China was therefore a move in the right direction. But as is always the case, after the matter was discussed thread-bare, after it was admitted that the relation with China should be placed on a better footing—a footing of justice, friendliness and humanity and a good deal of pious indignation vented forth in a manner quite [illegible] the august House, the motion was quiety [illegible] the question remained exactly in [illegible] that it was 38 years ago.

SCRAPS AND COMMENTS.

The following correspondence from Jessore will be read with interest :—

We had a very funny and amusing scene in the Session's Court yesterday. I think, you have heard of a riot supposed to have been committed by the men of Baboo Chunder Kumar Roy on the one side and the men of Babu Gobind Ch. Roy on the other. A man named Nadiarchund is said to have been killed in the said riot. Mr. Kilbi, the District Superintendent of Police, the Deputy Magistrate of Narail, two Inspectors, one of Narail and the other of Khoolna and the Sub-Inspector of Kalia engaged themselves to investigate the case. The result of this gigantic enquiry was, that 39 men on the side of Chundra Babu and 15 on the side of Gobind Babu were found guilty of rioting and they were committed to the Sessions for trial, under a series of charges including that of murder. The 39 men on the side of Chundra Babu, are under trial. The trial commenced on the 12th July and yesterday the case for the prosecution was closed. The prisoners are defended by Mr. Jackson and some of the Pleaders of the Judge's Court at Jessore and by Baboo Bungsidhur Sen of the High Court. Of these 39 prisoners are fettered with irons. On the first day of the trial Mr. Jackson requested the Sessions Judge to order the removal of the fetters from the persons of the prisoners, saying that no person ought to be put in irons while under trial. Mr. Jackson also urged that the practice in England and in the Calcutta High Court, supported his view. But Mr. Maclaughlin, the Sessions Judge, said he doubted whether he had any power in the matter and advised Mr. Jackson if he so desired, to make a petition on the subject, which he (Maclaughlin) would be glad to forward to the Magistrate for his consideration. An application was accordingly made to the Judge who forwarded it to the Magistrate Mr. Smith. Mr. Smith on receipt of this application, sent it for the opinion of the Jail-Superintendent carefully however expressing his own opinion on the subject. And as a matter of course the Jail-Superintendent declared it impossible to comply with the prayer of the petition thus forwarded to him for his opinion. Mr. Smith then on the receipt of the opinion of the Superintendent refused the application formally. Mr. Jackson of course, could do nothing further in the matter here. He however intended to move the High Court on the subject But in the meantime an opportunity offered itself to Mr. Jackson to play again the part he already took upon himself. Fortunately for the careful and searching investigation of the Deputy Magistrate and the unfailing energy of Mr. Kilbi, many innocent men against whom there was not a grain of legal evidence either before the Deputy Magistrate or the Police, were committed to the Sessions and who also were fettered with the rest of the prisoners. Here I cant help remarking that we ought to all thank the Deputy Magistrate of Narail, for his judiciou way of doing his duties and Mr. Kilbi for his zeal in detecting offenders : for to them we are indebted for the amusement painful though it is which is the principal subject of this letter. After the case for the prosecution was closed, Mr. Jackson requested the Judge, to discharge those against whom there was abosoluelty no evidence. The Judge, thereupon, consulted with assessors and discharged 8 persons. Of these 8 unfortunate beings, who have undergone the jail-sufferings for about 3 months for nothing, 4 persons had fetters on their legs. No sooner the order of discharge and aquital was pronounced by the Judge in the open Court and the persons thus discharged, separated from the rest of the prisoners, than Mr. Jackson rose and asked the Court, whether or not his clients were free men then, and on being assured by the Court, they were so, he instructed these men to go away with the irons on and that they were not to be detained by any body to take the irons off. The Court Inspector wanted to detain them but Mr. Jackson immediately challenged the Court-Inspector to do so at his own risk. Mr. Maclaughlin also, at the same time, said that the persons discharged might go whenever they pleased. The Police again tried to take off the irons when these men were out of Court but according to the prearranged plan of Mr. Jackson, they were not allowed to realize their wish. The prisoners thus came off, with the irons on. Mr. Jackson is determined not to give the irons to the Government. He I hear, has instructed his clients to carry the irons to their respective homes and preserve them as reilcs of the police oppression. The news of the above incident soon reached the ears of the Magistrate, who, it is said, expressed that he could prosecute the men for theft. But I think Mr. Smith, is too wise to be serious in what he said. For the Penal Code, though wide enough, doos not provide a case like this. If you like, I will furnish you with the whole history of this case afterwards.

The friends of the higher education of women have scored another point. The authorities at University College, London, consented this year to admit ladies to the class in Roman Law, and two availed themselves of the privilege. One of them took the first place at the examination last month, and thus adds another prize to those she has already won in Political Economy and Jurisprudence. The other is third in the list.

We are deeply grateful to the *Friend of India* for the manner in which it has been advocating the native cause. Regarding the appointment of the people of this country to posts monopolized by the covenanted Civilians our contemporary says :—

"It must be admitted that the British Government have never hitherto fully redeemed the promise of the Proclamation of 1858, to confer on the natives of the country the full rights of subjects, and it ought to be welcome intelligence that the Government is considering how it can do something more in the futnre for the redemption of that promise. We cannot continue to refuse the born subjects of the Empress of India what we must persist in regarding as their just civil rights. We allude elsewhere to the now indefensible theory, again recently put forward, that the natives of this country, as a conquered people, have no rights. The application of the theory to India is completely taken away by the qualifying clause which is added to it,—"except such as the conquerors may guarantee to them ;" for the Queen's Proclamation guarantees to them the full right of free-born subjects. To treat them as a conquered people in the matter of rights is therefore anachronism, and to say that we have a right to do so is to dishonour British faith and integrity. The argument that, if we honestly set ourselves to confer upon the people their rights, we cannot stop short of withdrawal from the country, is illogical, for the rights that we have guaranteed to them, are those of British subjects, and, whatever may be the case in the remote future, no other rights are at present asked for. We cannot see any valid objection to the appointment of Natives of India to any posts under our Government for which they prove themselves qualified. The objection that they will be found unfit for high posts is one which must be tested by experience, and it seems to be forgotten that the power of removal in case of proved unfitness will always remain in the hands of Government. The other objection that the rights of covenanted civilians will suffer must be considered. It may be enough at present to say that as the introduction of natives into the higher posts must be a slow and gradual process, it will not be a very difficult matter to protect "vested interests." The number of posts open to Englishmen will of course be diminished in future but that is a prospect which we cannot avert, and must learn to face. These remarks have been suggested by the announcement that has been made to the effect that the Government of India has called upon the Bengal Government to state what posts it thinks might be henceforth filled by natives. We shall look with some eagerness for news of Sir Richard Temple's recommendations."

The same paper continues :—

"When we look again at the cynical assertion that the natives of India have no rights, we find it quite impossible to give those who make it any credit for freedom from canting or hypocrisy. We find them guilty of the worst hypocrisy, which makes its boast of an honesty of which it cannot even conceive. We find it guilty not only of shamelessly insulting the natives of India whom we rule, but of insulting and misrepresenting the Queen and the British Government. When an Englishman in India now speaks or writes of the people as being possessed of no rights, as being, in fact, in the position of a people conquered in war, who can claim nothing, but must in all things meekly submit to the will of the conqueror, he is morally guilty of treason agaist the Queen and the Government. Even admitting that the assertion of the conqueror's right is ordinarily justifiable, every one knows that we in the most solemn manner repudiated the barbarous law. 'We hold ourselves,' said Her Majesty in 1858, 'bound to the natives of our Indian territories *by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects.* And those obligations by the blessing of Almighty God we shall faithfully and conscientiously fulfil.' The Englishman who can read these words and afterwards deliberately write that the natives of India as a conquered people have no rights, does the foulest dishonour to the English name and the English Government. A great responsibility will lie on Government if it allows itself to be identified with such teaching. How can the natives be blamed if they look upon us as an insincere people and our Proclamation of 1858 as our greatest public insincerity ?"

Royal circles have been startled by the announcement that the Princess Mary Ann had eloped with a half-caste, named John Salmon.

"The Princess is heiress to the throne of Raratonga, the chief island of the Hervey group, or, as it is sometimes called, Cook's Archipelago. Salmon is related to the well-known Salmon family of this place, the mother of whom claims to be as high a priestess as Queen Pomare, the present ruler, in name, of Tahiti. When the Princess Mary Ann fled, her aunt, Queen Makea of Raratonga, chartered the English vessel *Coronet*, Captain Rose, to pursue the fugitives. The *Coronet* sailed for Mangia, one of the Hervey group, and came up with the Schooner *Humboldt*, Captain Sandford, a gallant Californian. Captain Rose made known his mission, when Captain Sandford replied that he had the Princess Mary Ann and five maids of honour on board, with the gay Lothario, Salmon, in their midst. Captain Rose demanded the Princess and maids of honour, at the same time exhibiting a perpetual decree of banishment for Salmon from the island of Raratonga. After a confab, Captain Sandford concluded to give up the royal parties, and, when the Princess Mary Ann found that she was to be separated for ever from her lover and paramour, she, woman-like, wept a sea of tears. But it was of no avail, and the only consolation offered—usually sufficient to console the natives—was a grand feast on board the *Humboldt*. They danced and wept alternately, in true native style. Finally, the *Coronet*, with her royal freight on board, departed for Raratonga, leaving the forlorn *Salmon* to pine away on the lonely island of Mangia. But he vows he will yet possess the Princess, the Princess whom he has lost and mourns. It may be interesting to add that the romantic Mary Ann is young and handsome, very wealthy, and the heiress to two thrones—that of Queen Makea, and that of her brother, King David. This royal run-away episode has profoundly agitated all in the island, as several Americans and Englishmen are eager to capture Mary Ann, and thus come in to play the role of *quasi* South Sea kings. It will be seen that foreigners in the Pacific Isles have an eye to the main chance, and never hesitate to get away with a barbarian Princess, if she is at all prepossessing, and has that admirable thing called coin in abundance."

The *Home News* says :—

The Presidential campaign has fairly commenced in the United States. By means of the National Convention at Cincinnati, the delegates to which were formally elected in all parts of the Union, the Republicans have by the balloting process at length found a candidate. As on many previous occasions, he was not the popular choice of the party. At the first ballot eight candidates were voted for—viz., Messrs. Blaine. Morton, Bristow, Conkling, Hayes, Hartranft, Jewell, and Wheeler. Out of 762 votes, Mr. Blaine received 291 votes, considerably less than a majority, though 166 more than the next candidate on the list. The second ballot showed a new combination—Mr. Bristow being second on the list and being apparently destined to be the choice for Vice-President. In the succeeding ballot, the votes, especially those of the Pennsylvanian delegates, were more divided, and when the sixth was taken Mr. Hayes was second on the list. Then all the rest except Mr. Blaine's friends threw their strength on the side of Mr. Hayes, who received 384 votes against 351 given to Mr. Blaine, being an absolute majority. The supporters of Mr. Blaine withdrew their candidate, and Mr. Hayes was unanimously chosen as the candidate of the Republicans by a unanimous vote, Mr. Wheeler being selected for the Vice-Presidency. Mr. Hayes, who is the Governor of Ohio, is a lawyer of good repute, and a "hard" money man. Prior to the election, the Cincinnati Convention adopted a platform of principles—the most noteworthy of which are that the United States are a nation and not a league ; that progress should be made towards spicie payments ; that members of Congress ought to abstain from all interference with official appointments, and that corruption should be severely punished ; that there should be a constitutional amendment against appropriating public money to sectarian schools---this recommendation being again and again cheered that the question of Chinese immigration should be inquired into and that women's claims to a participation in the Government should receive "respectful consideration." Such are the chief inscriptions on the banner under which the Re-

publicans will fight. The Democratic programme and nomination will not be long delayed.--

We learn from the same journal :—

If the Parliamentary session is dull, its dulness has been relieved by an extraordinary number of personal passages of arms in the House of Commons. The present Sir Robert, Peel may be always trusted to contribute to the amusement, if he does not to the dignity of our elective Legislature. He usually speaks after dinner, when he is strung up to concert pitch. Last Tuesday, June 21, he showed himself in excellent from at a much earlier period of the evening, or rather afternoon. The House of Commons was holding a morning sitting, and when, between two and three p. m., Sir Robert Peel rose, hon. members knew, as mariners prognosticate tempest when the stormy petrel is descried, that strong words and fullflavoured sallies might be expected. Sir E. Watkin—mighty representative of railway interests—advocated the second reading of a certain Irish Railway Bill, in a speech in which much indignation was affected at the interested opposition which the measure had encountered. Private influence was, he said, detestable. Scarcely had the words left his lips when Sir Robert Peel started to his feet. Private influence, forsooth ! why, he (Sir R. Peel), himself has received a circular from the hon. member (Sir E. Watkin asking his support for a private Bill. Upon this Sir E. Watkin gave Sir R. Peel the lie direct. He knew nothing of the circular. Sir R. Peel then adopted the "you're another" line of policy. All he could say was that the circular had Sir E. Watkin's signature. Mr. Raikes interposed, and peace was after a little while restored. To-night the vituperative duel is to be renewed. Sir E. Watkin will ask Sir R. Peel whether he adheres to, or withdraws, his accusation, afterwards will entreat leave of the House to read some correspondence which he has had with Sir R. Peel, and there will be the same Billingsgate match as on Tuesday. These exhibitions degrade the dignity of Parliament, and it would be infinitely better if members of the House of Commons would fight out their differences in private, or in the courts.

The London correspondent of a contemporary says :—

Mr. Lewis's quarrel with the *World*, on account of the indignities heaped by a writer in it on his personal appearance in general, and his white waist-coat in particular, has entered upon a new phase. On Wednesday last (June 28) he applied for a criminal information against the publisher of the newspaper, and a rule *nisi* was granted, the Lord Chief Justice reminding the barristers who made the application that if the rule was made absolute he should insist upon the matter being fought out to the bitter end, and on no appology being accepted. If the rule is made absolute, the case can scarcely come before a jury for another six months. As the issue, it is enough to say that if a legal tribunal decides that it is a criminal libel for a journalist to speak disrespectfully or satirically of the face and from of a member of Parliament, then it ought to be criminal also for an artist to sketch the familar features in anything but a complementary manner ; in which case, hardly a number of *Punch* is guiltness of the charge. Mr. Lewis, however, relies on his ability to prove animous on the part of the contributor to the *World*, as well as an imputation, morally and socially detrimental-contained elsewhere than in the "Under the Clock" articles.

It was lately brought to the notice of Government that twenty cannons were found while an ex-zemindar was engaged excavating a tank near the fort of Mogaltore, in the Nellore district. The cannons have been ordered to be broken up, and the cost of so doing will be borne by the Government.

The Baugalor correspondent of the *Madras Athenoeum* writes :—

I think the most important news I have heard since my last letter, is the approaching confinement of Mrs. Rhinoceros, residing at the Lal Bagh. What a brute of a husband she has to be sure. Why, in spite of her interesting condition, he treats her almost as badly as an English collier does his "missus." Part of fault, no doubt, lies with the native in charge, who, in hopes of a present, arouses the angry passion of the poor brute. It is a pity that Mr. Frank Buckland is not here, to chronicle in his genial style the approaching happy event.

The writer of European gossip in the *Pioneer* tells the following story regarding one of the new Sultan's wives :—

A few years ago an English shopkeeper at Pera, named Mistress Tomkins, brought out to her aid a pretty and very intelligent young niece. Scarcely had she arrived, when her shrewd aunt set her to learn the Turkish language. As the elder woman intended, the younger rapidly attained her object, and the greatest Turkish ladies used to stop their carriages at the shop-door, where they were certain to find their wishes and wants understood. Aunt Tomkins was enchanted ; she saw fortune assured to her, when, one day, her niece went with a parcel to deliver in the harem of Murad, and she never saw the girl again. All searches for her were useless. The young lady had actually, become, as is now known, one of the four wives of Murad step-heir to the throne, and now Sultan. Thus England holds a good card in the game.

It is said that at the instance of the Minister of Public Works, a scheme is under preparation by which considerable changes are likely to take place in the Public Works Department in Bengal, which will effect great reductions in the Department. The irrigation branch of the Bengal Public Works Secretariat is to be amalgamated with the general branch, and the post of the additional secretary to the former branch is to be abolished. By the proposed reductions, the account branch is not likely to be much affected, though the tree is to be pruned where it grows in luxuriance.

Two inhabitants of Belleville, who were found guilty of publicly making use of insulting language towards the President of the Republic, have been condemned to six months' imprisonment by the Correctional Tribunal. They had said that Marshal MacMahon ought to be shot. The *Les Droits de l'Homme* has been summoned to appear before the court for publishing the articles written by M. Rochfort.

Vanity Fair saays :—Orders have been issued at Gibralter recalling all officers on leave. Very active war preparations are being made there.

Some one who professes to know all about the New York papers has been appraising the money value of them, in the *Cincinnati Gazette.* He says that the *Herald* is worth £400,000, the *Times* £200.000, the *Tribune* the same less a mortgage, the *World* £60,000, the *Journal of Commerce* £160,000, the *Evening Express* £50,000, the *Evening Post* £140, 000, the *Commercial Advertiser* £30,000, the *Evening Mail* £20,000, and the *Sun* £40,000.

The Baghdad plague is the result of the overflow of the Euphrates. Were the ancient irrigation works kept up the country would be richer in grain and in the lives of men.

The British Government have granted three thousand pounds to the Geographical Society to pay half the expense of Lieut. Cameron's next expedition to Africa.

The baby-farming business as carried on in Montreal, is attracting considerable attention from the broad of health, It is shown that out of 719 babies received at the Grey Nun Hospital last year only 88 survived.

The number of newspapers published at Constantinople at the begining of the present year was seventy-two, of which twenty were in the French, sixteen in the Turkish, thirteen in the Armenian, twelve in the Greek, four in the Bulgarian, two in Hebrew-Spanish, and one each in Persian, German, Arabic, English, and Italian. Of the sixteen Turkish journals three only are daily, but the one Arabic journal, *al Jawaib*, is daily. The Persian journal is called the *Akhter*. There are nineteen official journals in the provinces, in Egypt, and in Crete, and at Smyrna, Broussa. Conia, Bagdad, Prizrend, Angora, Rustchuck, Serajevo, Damascus, Adrianople, Diarbekir, Erzeroum, Sal nica (two), Castambol, Alepo, and Trebizonde.

China is rapidly learning all the mechanical arts of the West. Chinese workmen are now able to turn out the machinery of a first class ocean steamer,

An instance of the extraordinary sagacity of elephants is given in a Rangoon journal. It seems that the Karens have a practice of storing their paddy in baskets placed on the forks of trees at a height of 30 feet from the ground. The elephants are not slow in discovering this fact, and as the trees are too large to be thrown down, the marauders provide themselves with long bamboos stripped of their branches and leaves, a skilful application of which to the baskets in question, seldom fails to bring down their contents to the ground.

Fraser's Magazine thus alludes to the special telegraphic agency established by the *Times* at Paris :—

"Great as was the cost and limited the use of the wire, the proprietors of the *Times* rightly foresaw that nothing would strengthen their position upon the Continent so much as the adoption of this unprecedented measure for, "tapping" the great news---reservoir of Europe. The position of the *Times* among the journals of the world is a peculiar one. It has little in common with the position of even its most distinguished rivals. "Like a star" it dwells apart, concerning itself even less than its contemporaries do with the purely domestic affairs of England, but always aspiring to the exercise of influence in the wider arena of international politics. In one sense it may almost be said that the great reputation which the journal of Printing House Square enjoys at home is reflected from abroad. Englishmen see how thoroughly all Continental politicians believe in "the leading journal ;" they hear its opinions quoted by the occupants of thrones, its criticisms answered by the masters of many legions ; and, naturally enough, they are led to entertain even a higher respect for it than that with which, they would otherwise regard it. The *Times,* conscious of the importance of maintaining this peculiar and unrivalled reputation, resolved to plant, as it were, one foot upon the Continent, and to establish, not a mere correspondent, but an integral part of itself in the heart of France. How completely the bold experiment which was thus tried has succeeded it is hardly necessary to say. Day by day since that branch office was opened at Paris and linked to the office at Blackfriars by the living cord of electricity, not only English readers, but the more intelligent part of the French public, have looked to the *Times* for a trustworthy, graphic, and instantaneous record of the never-ending variations in the political barometer of France. There, too, they have found the latest and the most authentic tidings from all parts of the Continent : whispers of war from Berlin ; hints of new troubles in the East from Vienna ; personal declarations of policy from Madrid or the Vatican. The ordinary reader can scarcely have realised all that was thus given to him morning after morning ; but it is not exaggeration to say that this *Times* correspondence, from the date of the opening of the branch office in Paris, is, upon the whole, the most remarkable achievement of newspaper enterprise which the world has ever seen."

Official Paper.

ASSAULT ON A SERVANT RESULTING IN HIS DEATH.

REGINA *vs.* FULLER.

From Arthur Howell, Esq., Officiating Secretary to the Government of India, to the Secratary to the Government of the North-Western Provinces,--No. 1098J, Simla, the 7th July, 1876.

I am directed to acknowledge your letter No. 313, dated the 18th May last, forwarding, at the request of the Government of India, copy of the judgment of Mr. Leeds, Joint-Magistrate of Agra, in the case of the Crown *versus* R. A. Fuller, together with a letter from the High Court of the North-Western Provinces, expressing the Court's opinion on the sentence inflicted on Mr. Fuller by the Joint-Magistrate.

2. The facts of the ca are as follows :--One Sunday morning, Mr. Fuller, an glish Pleader at Agra, was about to drive to church with family. When the carriage was brought to the door, the s failed to be in attendance, but made his appearance whe ent for. For this cause Mr. Fuller struck the syce, with open hand on the head and face and pulled him by the h so as to cause him to fall down. Mr. Fuller and his famil drove on to church ; the syce got up, went into an adjoining mpound, and there died almost immediately.

3. The Joint-Magistrate of Agra, b re whom Mr. Fuller was placed to take his trial, framed e indictment under Section 323 of the Indian Penal Code or "causing hurt to one Katwaroo, his syce ;" and it appear from the evidence of the medical officer who had cond ted the *postmortem* examination that the man had died from upture of the spleen, which very slight violence, either om a blow or a fall, would be sufficient to cause, in consequence of the morbid enlargement of that organ. The evidence in the case does not shew any other assault ; at least the Joint-Magistrate disbelieved (apparently on good grounds) all that portion of the evidence which referred to any other assault. The Joint-Magistrate found Mr. Fuller guilty of "voluntarily causing what distinctly amounts to hurt," and sentenced him to pay a fine of Rs. 30, or in default to undergo fifteen days' simple imprisonment ; directing the amount of the fine to be made over te the widow of the deceased. At the request of the local Government, the High Court expressed an opinion on the case, which was to the effect that the sentence, though perhaps lighter than the High Court would have been disposed to inflict under the circumstances, was not especially open to objection.

4. The Governor-General in Council cannot but regret that the High Court should have considered that its duties and responsibilities in this matter were adequately fulfilled by the expression of such an opinion. He also regrets that the local Government should have made no enquiry, until directed to do so by the Government of India, into the circumstances of a case so injurious to the honour of British rule, and so damaging to the reputation of British justice in this country.

5. The Governor-General in Council cannot doubt that the death of Katwaroo was the direct result of the violence used towards him by Mr. Fuller. He observes that the High Court assumes the connection between the two events as being clear. Yet on reading Mr. Leed's judgment he does not find that that gentleman ever considered the effect or even the existence of this connection. Mr. Leeds did, indeed, consider whether Mr. Fuller ought not to be subjected to a more serious charge, but only because there was evidence given of further violence used by him, which evidence Mr. Leeds rejected, on grounds which are here assumed to have been sufficient. He seems, however, to have viewed an assault resulting in the death of the injured man in just the same light as if it had been attended by no such result.

6. The class of misconduct out of which this crime has arisen is believed to be dying out ; but the Governor-General in Council would take this opportunity of expressing his abhorrence of the practice, instances of which occasionally come to light, of European masters treating their native servants in a manner in which they would not treat men of their own race. This practice is all the more cowardly, because those who are least able to retaliate injury or insult have the strongest claim upon the forbearance and protection of their employers. But bad as it is from every point of view, it is made worse by the fact, known to all residents in India, that Asiatics are subject to internal disease which often renders fatál to life even a slight external shock. The Governor-General in Council considers that the habit of resorting to blows on every trifling provocation should be visited by adequate legal penalties, and that those who indulge it should reflect that they may be put in jeopardy for a serious crime.

7. The Governor-General in Gouncil cannot say whether Mr. Fuller would have been convicted of a more serious offence, such as that of causing grievous hurt, or that of culpable homicide, had he been charged with it. But this he can say with confidence that in consequence of Mr. Fuller's illegal violence his servant died, and that it was the plain duty of the Magistrate to have sent Mr. Fuller to trial for the more serious offence ; a course which would not have prevented him from being punished (indeed he could thus have been more adequately punished) for the lesser offence, if that alone had been proved.

8. But besides his error of judgment in trying this case himself, the Governor-General in Council thinks that Mr. Leeds has evinced a most inadequate sense of the magnitude of the offence of which Mr. Fuller was found guilty. The offence was that of "voluntarily causing hurt." That is an offence which varies infinitely in degree, from one which is little more than nominal, to one which is so great that the Penal Code assigns to it the heavy punishment of imprisoment for a year *and* a fine of Rs. 1,000. The amount of hurt and the amount of provocation are material elements in determining the sentence for such an offence. In Mr. Fuller's case, while the provocation was exceedingly small, the hurt was death. For this, Mr. Leeds, while saying that he intends to inflict a punishment something more than nominal, inflicts only a fine of Rs. 30. The Governor-General in Council considers that with refernce either to the public interests, or to the compenation due to Katwaroo's family from a person in Mr. Fuller's position (and it does not appear from the papers that Mr. Fuller has made any other compensation), such a sentence is wholly insufficient. He considers that Mr. Leeds has treated the offence as a merely nominal one, and has inflicted a merely nominal punishment ; and that to treat such offences with practical impunity, is a very bad example and likely rather to encourage than repress them.

9. For these reasons, the Governor-General in Council views Mr. Leeds' conduct in this case with grave dissatisfaction. He should be so informed, and should be severely reprimanded for his great want of judgment and judiciai capacity. In the opiniou of the Governor-General in Council, Mr. Leeds should not be entrusted, even temporarily with the independent charge of a district, until he has given proof of better judgment and a more correct appreciation of the duties and responsibilities of magisterial officers for at least a year.

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Ramchundra Bhikaji Gunjikar Esqr., Bombay ...	5	0	0
Sunder Pandurang Navalkar Esqr., Bombay ...	2	8	0
Secry. Native Library, Veerumgaum	5	0.	0
Matunarayan G., Veerumgaum	0	3	6
Gopalkhushbal Rao Esqr., Akola	5	0	

Printed and published by
Ananda Chatterjee's Lane, Bagba

ইংলিশম্যান আরও শুনিয়াছেন যে হাইকোর্টের জজের সংখ্যা অতি শীঘ্রই অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। ইংলিশম্যান এ সংবাদে সিবিল সরবিসের ভাবী অবস্থা ভাবিয়া সশঙ্কিত হইয়াছেন।

বিচারপতি ফিয়ার শীঘ্রই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। তিনি হাইকোর্টে ফৌজদারি মোকর্দ্দমায় লিপ্ত আসামীদের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারে তিনি দেশীয় সমস্ত শ্রেণীর লোকের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিতে হাইকোর্টে বাঙ্গালী জাতি একটী প্রকৃত বন্ধু হারাইবেন। ফিয়ার সাহেব বাঙ্গালীদের সহিত আত্মীয়তা করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। তাঁহার বিদায় কালে সকল শ্রেণীর লোকেরই তাঁহাকে শ্রদ্ধাসূচক অভিনন্দন পত্র দেওয়া কর্ত্তব্য।

লেঃ গবর্ণর গত সোমবার মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইয়া আগামী শনিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা আগামী শনিবারে ৪॥ টার সময় সংস্থাপিত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

ত্রিশবিগা ষ্টেসন খোলা সম্বন্ধে।

ত্রিশবিগা ষ্টেশন হুগলি এবং মগরার মধ্যে অবস্থিত। হাবড়া হইতে উহা পোনে ২৭ সাতাশ মাইল দূরে। এই ষ্টেশন আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে খোলা হইবে। কেবল আরোহীদিগের (প্যাসেঞ্জার) নিমিত্ত উহা খোলা থাকিবে।

তথায় ট্রেন কোন্ সময় গমনাগমন করে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ যাহার জানিতে ইচ্ছা হয় তিনি আগষ্ট মাসের টাইম বিল্‌স দেখিলে জানিতে পারিবেন।

ব্রাড্‌ফার্ড লেসলী
এজেণ্ট ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার।
BRADFORD LESLIE
Agent and Chief Engineer.
কলিকাতা, ২৪ শে জুলাই, ১৮৭৬।

NOTICE

Is hereby given to all concerned that the authority given by Rani Hara Sundari Devi of Searsole to—

1. Atulbihari Mukapadhaya of Jamsol in Burdwan,
2. Harish Chandra Sarkar of Kumardanga in Bakunda,
3. Indra Narayan Chattapadhaya of Majtaya in Bakuda,
4. Ram Narayan Chakravati of Fulluipur, in Birbhum,
5. Bhagavan Chundra Chattapadhaya of Ranipathar, in Birbhum,
6. Kailash Chundra Mukhaphayn of Burdwan,

by General Powers of Attorney—dated 27th Falgun 1279 B. S—has been unconditionally revoked by her, and that therefore they shall have no authority either expressed or implied to act on her behalf.

BHUBUN MOHUN SEN
Agent of Rani
Hara Sundari Devi.

সংবাদ।

—সোমপ্রকাশ বলেন, যাঁহারা সর্ব্বদা লেখা পড়া কার্য্য করেন, তাহাদিগকে প্রায়ই চক্ষুর জ্বালা, দৃষ্টির ক্ষীণতা বশতঃ মধ্যে মধ্যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিছু দিন এই ভাবে গিয়া শেষে চসমার ব্যবহার অপ্রতীহার্য্য হইয়া উঠে। আমাদের কৃতবিদ্য তরুণ সম্প্রদায় প্রায়ই প্রথমাবস্থায় উপেক্ষা করিয়া শেষে অর্দ্ধ কাণা হইয়া উঠেন। এক খানি বিলাতী সাময়িক পত্রে এই রোগ নিবারণের কতকগুলি সহজ উপায় লিখিত হইয়াছে। যখন এই রূপ চক্ষুজ্বালা ও দৃষ্টির ক্ষীণতা অনুভূত হইবে, তখনই শীতল জলে মুখ ও কপাল ধৌত করিয়া চক্ষুতে শীতল জলের ছিটা দিতে হইবে। প্রতি দিন শীতল জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করা আবশ্যক। স্নানের পূর্ব্বে চক্ষুতে জলের ছিটা দিতে হইবে। অবগাহন স্নানের সুবিধা না থাকিলে সাউয়ার বাথের বিধি। ক্ষীণালোকে ও ঠিক সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে লেখা পড়ার কার্য্য সম্পূর্ণ নিসিদ্ধ। শারীরিক স্বাস্থ্য ও কোষ্ঠ শুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যে সকল দ্রব্য সহজে পরিপাক না হয়, তাহার ভোজন নিসিদ্ধ। মধ্যে মধ্যে বলকর ঔষধি সেবনও উপকারী। চক্ষুর এই রূপ পীড়া অনুভব হইবা মাত্র লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক।

—এঞ্জেলমান ও ডরপাট নামক দুই জন জর্ম্মণ পণ্ডিত জুপিটারের উপগ্রহ চারিটীর পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। প্রথমটীর ব্যাস ২৪৩৫, দ্বিতীয়টীর ২১১৫, তৃতীয়টীর ৩৫১৫, এবং চতুর্থটীর ২৯৭০, মাইল। এবং জুপিটারের কেন্দ্র হইতে ১মটীর দুরত্ব ২,৬৬,৭০০, ২য়টীর ৪,২৪৩০০, ৩য়টীর ৬,৭৬,৮০০ এবং ৪র্থটির ১১৯০৪৩০ মাইল।—এ—গে।

—টুবিন নগরবাসী মসো নামক এক জন ডাক্তার মনুষ্য শরীরে শোণকোষ সমুহের সঞ্চালন পরিমাণ করিবার একটী যন্ত্র আবিস্কার করিয়াছেন। জল পুর্ণ একটি চোঙ্গের মধ্যে হস্ত বিমজ্জিত করিতে হয়। যদি হস্তস্থিত কোষ সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে চোঙ্গ হইতে জল উপচিয়া পড়ে, যদি সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে জল চোঙ্গের মধ্যে নামিয়া পড়ে। এই জল ভাগ মাপিবার নিমিত্ত অনেক কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। জলের পরিমাণ হইতে কোষ সকলের বর্দ্ধন বা সঙ্কোচনের পরিমাণ জানা যায়। ডাক্তার মসো এই যন্ত্র দ্বারা মনের সহিত দেহের কত নিকট সম্বন্ধ, তাহাও দেখাইয়াছেন, এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানসিক পরিশ্রমের সময় শোণ কোষ সকল সঙ্কুচিত হয়।—এ—গে।

—প্রভাকর বলেন, ১৮৭৬ সালের ৪ আইনের জারী অবধি কলিকাতা মহানগর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে সাধারণে যে রূপ আনন্দ, উৎসব এবং উৎসাহ প্রকাশ করেন, কলিকাতায় যদিও সে রূপ হয় নাই কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর প্রথম বলিয়া না হইবার সম্ভাবনা অধিক। সময়ে আমরা সেই রূপ উৎসব, আনন্দ এবং উৎসাহ দেখিতে পাইব, বিশেষতঃ ১লা সেপ্টম্বরে প্রধান সিব্বাচন দিনে অনেকটা পরিলক্ষিত হইবে। আজ কাল নগরের যে পল্লীতে যাও, যে আফিসে যাও যে কার্য্য স্থলে যাও, আবাল বৃদ্ধ সকলের মুখেই "ভোট, ভোট, ভোট" ভিন্ন অন্য কথা নাই। যাঁহার কমিশনর পদ প্রার্থী, গত শনিবারে তাঁহাদিগের নাম রেজিষ্টরি হইয়া গিয়াছে।

—মিরার বলেন যে জনরব যে বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমে রাজা ইরেন্দ্র কৃষ্ণ মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের পদ পাইবেন। লর্ড নর্থব্রুক যখন তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করেন তখন তাঁহাকে কোন উপযুক্ত কর্ম্ম দিতে প্রতিশ্রুত হন।

—বোম্বাইয়ের কল সমূহ হইতে যে কাপড় ও সূতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা কলিকাতা, কারাচী, এডেন, জেডো, মস্কট, জাঞ্জিবার, আফেরিকা এবং মরিচী দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে এ কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

—আমেরিকানরা প্রথম স্ত্রীলোকদিগকে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ইংলণ্ডে এখন বহুল পরিমাণে স্ত্রী কেরাণী সকল নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন বিলাতী স্ত্রী কেরাণীর আমদানিতে আমাদের দেশের পুরুষ কেরাণীদের অন্নমারা না যায়। দেখাদেখি আবার আমরা আমাদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণকে কেরাণীগিরি কর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ না করি। তবে ভরসার মধ্যে এখন পুরুষ উমেদারেই দেশ প্লাবিত। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে সকলই সাজে। আমেরিকায় স্ত্রীরা যে লেখা পড়া শিখিয়াছে আমাদের দেশের পুরুষেরা তাহা শিখে নাই। ইংলণ্ডে প্রতি চারি জন ব্যক্তির মধ্যে তিন জন ব্যবসায় ও কারবার অনুসরণ করে। বাঙ্গালার কেরাণীগিরি ভিন্ন আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর অন্য উপায় নাই।

—রুশিয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আশিয়ায় যে সকল দেশ জয় করিয়াছেন, তত্রত্য বণিকদিগকে তাঁহারা এই আদেশ দিয়াছেন যে তাহাদের স্থানে এখন যে সকল ইংরাজি ছিট, কাপড় ইত্যাদি আছে তাহা তাঁহারা ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা রুশিয় রাজ্যে ইংরাজি জিনিষ পত্র আর আমদানি না করেন।

—অনাবৃষ্টি হইলে বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দুরা 'পবন' নামক এক প্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

—বর্দ্ধমান জেলায় সংক্রামক জ্বর পীড়িত স্থান সমূহে ৭১ সালের আগষ্ট হইতে ৭৬ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ টাকার ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। এক কুইনাইনই ৪২ মন বিতরিত হইয়াছে।

—আমাদের পাঠকগণের স্মরণ আছে যে ইতিপূর্ব্বে আমরা ইংরাজি স্তম্ভে বোম্বাইস্থ পারসী বিধবা রমণী দীনা বাইর জারজ সন্তান নষ্ট করার বিবর লিখি। স্ত্রী জাতির সতীত্ব সম্বন্ধে পারসী সমাজে হিন্দু সমাজ অপেক্ষা আরও কঠোর রীতি প্রচলিত আছে। পারসীদের মধ্যে কোন রমণী ব্যভিচারিণী হইলে সে সমাজ হইতে শুদ্ধ তাড়িত হয় না, তাহার সহিত যে আলাপ করিবে, যে ধোপা তাহার কাপড় কাচিবে, যে দোকানী তাহার নিকট খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবে, যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, সকলেই সমাজচ্যুত হইবে। তাহার দর্শন নিষেধ, তাহার ছায়া অস্পৃশ্য। দীনা বাইর প্রতি প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হয়, হাইকোর্টে এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাকে দ্বীপান্তরিত করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট বলেন, সম্প্রতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা 'নীল' প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। 'ক্যালসিয়ম' "এসিটেট" ও "বেনজোয়েট" একত্রে জাল দিলে যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাতে "নাইট্রিক আসিড" মিশ্রিত করিলে এমন একটি বস্তু জন্মে, যাহাতে দস্তার গুঁড়া এবং সোডালাইম মিশ্রিত করিলে নীল প্রস্তুত হয়। চাসের যে নীল প্রস্তুত হয়, তাহা ও এই নীল একই পদার্থ। এখনও ব্যবসায়ের নিমিত্ত সস্তা দরে এবং অধিক পরিমাণে এব রাসায়নিক নীল প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই; কিন্তু শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা।

—ঢাকা প্রকাশ বলেন, অত্রত্য পোগোস স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিজ সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া যে সকল ছাত্র স্কুল হইতে বাহির হইয়া যায় তাহারা পোগোস সাহেবের নিকটে উক্ত শিক্ষকের নামে অভিযোগ করিয়াছিল। ঐ বিবাদ ও অভিযোগে এই ফল দর্শিয়াছে যে, রিজ সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বিবাদ করিয়া যাহারা স্কুলে উপস্থিত হয় নাই, সেই সকল ছাত্রের প্রত্যেকের ৪ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

—ডবলিনে একটী বিবাহ ভঙ্গের মোকদ্দমা হইতেছে। বাদীর নাম মরগান। তাঁহার স্ত্রীর নাম লেডী ক্যাথারিন লুইশা। লেডী ক্যাথারিন আরল অব মাউণ্ট ক্যাসেলের কন্যা, সুতরাং অতি সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূতা। বিবাহ ভঙ্গের হেতু লেডী ক্যাথারিনের পরপুরুষগমন ও স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ। লেডী ক্যাথারিনের তিনটী কন্যা বর্ত্তমান আছে, তাহাদের বয়ক্রম ক্রমান্বয়ে ১৬, ১৫ ও ১১ বৎসর। বাদীর উকীল ব্যক্ত করেন যে প্রতিবাদিনী অন্ততঃ এক শত বার পরপুরুষ স্পর্শ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন। তিনি তাঁহার স্বামীর গোঁপ ধরিয়া টানিতেন, তাঁহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিতেন, এবং তাঁহার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিতেন।

—এক জন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে বৎসর ২ শিকারীরা ৩ কোটী পশু বধ করিয়া থাকে। যদি কেহ এই সঙ্গে আর একটী গণনা করিতে পারিতেন অর্থাৎ বৎসর বৎসর ইহাদের আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া বিলাস ভোগ প্রভৃতির নিমিত্ত ইহারা পৃথিবীর কত পরিবার নিরন্ন করেন, কত লোক ইহাদের কঠোর শাসনে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় এবং কত লোক ইহাদের ক্রীড়া কি আমোদ উপলক্ষে হত্যা হয় তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকার করিতেন।

—ব্রহ্ম দেশের এক খানি সম্বাদ পত্র লিখিয়াছেন যে, ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের উপর এ দেশীয় রাজাদিগের কিছু মাত্র আস্থা নাই। তিনি প্রমান স্বরূপ লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম দেশের রাজা তাঁহার দেশে যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহার ভার ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করেন নাই, কএক জন ইটালিয়ানের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

—ইংলণ্ডে যে কত অর্থ আছে তাহার সীমা নাই, অথচ সেখানে বিস্তর লোক অনশনে ও শীতে প্রাণ ত্যাগ করে। আবার সেখানে কোন কর্ম্ম খালি হইলে এ দেশের ন্যায় সহস্র মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর কর্ম্মকাংক্ষী উপস্থিত হয়। সেখানে সুদ্ধ মধ্যবর্ত্তী পুরুষদের এ রূপ অবস্থা নহে, মধ্যবর্ত্তী স্ত্রীলোকের যেখানে অতিশয় দুরবস্থা। সম্প্রতি টাইমস পত্রে চারি জন স্ত্রী একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। ইহাতে তাহারা লিখেন যে তাহাদের কয়েক জন মধ্যবর্ত্তী স্ত্রীলোকের প্রয়োজন আছে। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়া পরে অল্প দিনের মধ্যে এই কর্ম্মের নিমিত্ত ৯ হাজার স্ত্রীলোক দরখাস্ত করেন।

—আমেদাবাদে একটী বজ্রপাতে একটী অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা হয়। বিদ্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে শবরমতী নদীর জল এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে সহস্র২ ব্যক্তি যাহারা তখন অবগাহন করিতেছিল তাহারা জল হইতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

—সেকালে পল্লীগ্রাম হইতে যাঁহারা কলিকাতায় আসিতেন তাঁহাদের কেহ২ বাটী ফিরিয়া গল্প করিতেন যে তাঁহারা কলিকাতায় এক নূতন কল দেখিয়া আসিয়াছেন যাহার মধ্যে একটী গরু ও একটী খেজুর গাছ কি ইক্ষু গাছ ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, ক্ষণ কাল পরে খাসা গোল্লা সন্দেশ বাহির হইয়া আসিতেছে। আমেরিকায় বাস্তবিক এই ধরণের একটী প্রক্রিয়া দ্বারা এক ব্যক্তি তুলার বীজ হইতে একেবারে সূত্র প্রস্তুত করার সংকল্প করিয়াছেন।

—রূপার দর কমিয়া যাওয়ায় কলিকাতায় ইংরাজ বণিকেরা বিলাতি জিনিষের দর শত করা ২০ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন।

—তুর্কির ভূত পূর্ব্ব সুলতান কাঁচি দ্বারা আপনার শরীরের শিরা সকলের মুখ খুলিয়া দিয়া আত্ম হত্যা সাধন করেন। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে উক্ত রূপে আত্ম হত্যা সাধনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

—আমরা শুনিলাম যে সিমলায় এক জন ইংরাজ বাজিক যোগী হইয়াছে এবং সে এখন কোন দেব মন্দিরের পূজকের আশ্রয়ে বাস করিতেছে।

—কাশ্মীর হ্রদের পশ্চিম তীরস্থিত বাখুতে একটী [illegible] দেব মন্দির আছে এবং তথায় পঞ্জাবদেশীয় একজন [illegible] দেব প্রতিমার সেবাদি নির্ব্বাহ করেন। তত্রত্য খাঁহারা দেবসেবার নিমিত্ত কতকগুলি ভূমি দান করিয়াছেন।

—কেরেনী দেশীয় সীমা লইয়া ব্রিটীশ ও ব্রহ্ম দেশীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিবাদের কথা পাঠকগণের স্মরণ আছে। তৎপর উক্ত দেশের একটী সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া কতক গুলি স্তম্ভ প্রোথিত হয়। এখন শুনা যাইতেছে যে ব্রহ্ম দেশীয় এক দল লোক উক্ত স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে।

—মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট জ্যোতির্ব্বিৎ পগসন সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এ বৎসর বৃষ্টি অতি অল্প হইবে এবং আগামী বৎসর আরও অল্প হইবে।

—মৃত বেগম মুস্তাজ মহাল পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। নাছিরউদ্দিন হায়দারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখন তাঁহার হিন্দু সহোদর ও পোষ্য কন্যার মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। তর্ক এই যে কোন ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভগিনীর বিষয় উত্তরাধিকারী স্বত্বে প্রাপ্ত হইতে পারে কি না।

—এক জন জাপানবাসী সম্ভ্রান্ত লোক লণ্ডনে গিয়া বাবুগিরির চূড়ান্ত করিতেছেন। তিনি এক খানি শকট প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহার তুল্য মূল্যবান শকট ইংলণ্ডে আর নাই। আবার তিনি পান ভোজনের নিমিত্ত স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র প্রস্তুত করাইতেছেন। তিনি এক খানি পাত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন, উহা গিলট করিতেই তাহার ২০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

—বন্যা দ্বারা ইতিমধ্যেই দানাপুরে বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতি দূরস্থ একটী বান্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিন খানি গ্রাম প্রায় পাঁচ শত স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সমেত ভাসিয়া গিয়াছে। ৫ ক্রোশ ব্যাপী স্থান জলমগ্ন হইয়াছে এবং দানাপুরের সহরের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে জল স্রোত বহিতেছে।

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, সংবাদ আসিয়াছে যে এবার শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথ চলে নাই, মাহেশের রথ যে কারণে চলিতে পারে নাই শ্রীক্ষেত্রে সে রূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় নাই, ইহা জগন্নাথের ইচ্ছাকৃত বোধ হয়। প্রথম দিবস বলরামের রথ চলিয়া যথা স্থানে যায়, পরে সুভদ্রার রথ অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত যাইয়া স্থগিত হয়, অনেক চেষ্টা কর হইল কিছুতে রথ চলিল না। জগন্নাথের রথ হস্ত প্রামাণ ও অগ্রসর হয় নাই। এবার রথে ৮০ হাজার যাত্রী উপস্থিত ছিল। বহু সংখ্যক লোকে রথ টানিয়া ও কিছু করিতে পারিল না। পাণ্ডারা রথ টানিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শেষে হস্তি দ্বারা টানাইয়া ক্ষান্ত হন। জগন্নাথ দেবের রথ এ ভাবে অচল হওয়াতে সকলেই শঙ্কিত এবং দুঃখিত হইয়াছেন। বোধ হয় জগন্নাথ দেব কলি কালের ভাবাদি দর্শন করিয়া আপনা হইতেই স্থির নিশ্চয় হইতেছেন। মাহেশের যে অপমান করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুদিগের অল্প দুঃখের কারণ হয় নাই। মন্দিরের গোলযোগেও জগন্নাথের মহাত্ম্য হ্রাসের কথা হইয়া ছিল, যে কারণেই হউক জগন্নাথের রথের এই ভাব দর্শন করিয়া যাত্রী মাত্রেই ক্ষুব্ধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

—হিম প্রধান দেশে শীতের যখন ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয় এবং তুষার পতিত হইয়া দেশ আচ্ছন্ন করে, তখন নেকড়ে ব্যাঘ্র অতিশয় ভীষণাকার ধারণ করে। সম্প্রতি মানকাও নগরের অনতি দূরে ২৩ জন লোককে নেকড়ে বাঘে বধ করে। ইহারা গ্লেজ নামক এক রূপ শকট আরোহণ করিয়া গমন করিতে ছিল। পথিমধ্যে ব্যাঘ্রেইহাদিগকে আক্রমণ করে। শকটারোহীরা প্রাণপণে শকট চালনা করে কিন্তু ব্যাঘ্র বায়ুবেগে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। শকটারোহীরা ২৪ জন ছিল। ২৩জন ব্যাঘ্রের মুখে পতিত হয়। এক জন বিপদ হইতে নিস্তার পায়।

—এক এক দেশে এক এক সময় এক একটী বিভ্রাট উপস্থিত হয় আর পৃথিবীর লোক সে দেশের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। আজ কাল অনেকে তুর্কি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন। আমরা কোন সম্বাদ পত্র হইতে অদ্য তুর্কির রাজস্বের বিষয় কতক গুলি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিলাম। তুর্কিতে বৎসর ৩৫৭০০০,০০০ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। এই রাজস্বের মধ্যে প্রজাদের নিকট হইতে কর স্বরূপ বৎসর ১৬২৪০৪৩৭ টাকা সংগৃহীত হয়। এখানে বৎসর ৪৪৩৭-৫০,০০০ টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ বৎসর২ গবর্ণমেণ্টের ৮৬৭৫০০০০ টাকা ঋণ হইতেছে।

—পূর্ব্বকালে এদেশে কপোত দ্বারা বার্ত্তা বহন করা হইত। যখন মুসলমানদিগের রাজ্য ছিল তখন এদেশে এই রীতির প্রাদুর্ভাব ছিল। দেবল রাজার পরিবার এই বার্ত্তাবাহ কপোতের জন্য জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। দেবল রাজাকে দিল্লীতে বাদসাহ কি জন্যে ধরিয়া লইয়া যান। সেকালে দিল্লীশ্বর যাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন তাহার প্রায়ই ঘোর বিপদে পড়িতে হইত। এই বিপদ কোথা গিয়া যে শেষ হইত তাহা কেহ বলিতে পারিতেন না। অনেক সময় লোকের সপরিবারে এই বিপদে জড়ীভূত হইতে হইত। দেবল রাজা যখন দিল্লীতে যাত্রা করেন তখন তাঁহার মনে এই বিপদের আশঙ্কা উদয় হয়। তিনি বার্ত্তাবাহী কপোত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। পরিবারদিগকে বলিয়া যান যে যদি এই কপোত ফিরিয়া আইসে তাহা হইলে তাহারা জানিবেন যে তিনি ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন এবং এই বিপদে তাহাদেরও পতিত হইবার সম্ভাবনা। বিপদে পতিত হইয়া অপমানিত হইতে না হয় এই নিমিত্ত তিনি বলিয়া যান যে, এই কপোত ফিরিয়া আসিলে তাহারা সকলে জলমগ্ন হইয়া যেন প্রাণত্যাগ করেন। দেবল রাজা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার হন। তাহার উপর বাদসা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি দরবার হইতে অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন যে, বার্ত্তাবহ কপোত উড়িয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে সর্ব্ব নাশ উপস্থিত। এই কপোত উড়িয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইবে এবং যে উপস্থিত হইবে আর তাহার পরিবারস্থ সকলেই জল মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেকালে দিল্লি হইতে বাঙ্গলায় আগমন করিতে দীর্ঘ কাল লাগিত। দেবল রাজা যথা সাধ্য দ্রুতবেগে গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে আসিয়া দেখেন তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কপোত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করায় তাহার পরিবারস্থ সকলে তাহার আদেশ অনুসারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এই বার্ত্তাবহ কপোতের ব্যবহার সম্প্রতি ইউরোপে আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্স প্রুশিয় যুদ্ধের সময় কপোত দ্বারা বার্ত্তা প্রেরিত হইতে আরম্ভ হয়। এখন জর্ম্মেনী ও রুশিয় গবর্ণমেণ্ট এই কপোতের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। কর্ণেল করাকো নামক এক ব্যক্তি একটী যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এ যন্ত্রের দ্বারা যে কোন পত্র ২৩০০ গুণ সংকীর্ণ করিতে পারেন। এই রূপ পত্র সকল কপোত যোগে প্রেরিত হইতেছে।

—ব্রিটীশ ব্রহ্ম দেশে প্রতি ৬ শত লোকের মধ্যে এক জন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত।

প্রেরিত।

লেথব্রিজ সাহেব।

কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিনসিপাল, লেথব্রিজ সাহেব একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিবিধ সদ্গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি। লেথব্রিজ সাহেবের প্র[illegible] করিয়া লোক সমক্ষে তাঁহাকে পরিচিত করা[illegible]ত্র পাওয়া ও সলিতা ধরিয়া চন্দ্রমা দেখান একই ক[illegible]। সিন্ধু[illegible] হইতে [illegible]পসাগর ও হিমালয় হইতে কুমারিকা

পর্য্যন্ত বোধ হয় এমন তর একটী গ্রাম, একটী নগরও নাই যেখানে ইংরাজি বিদ্যাজ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়া লেথব্রিজ সাহেবের নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের সূত্রপাত হইতে এ পর্য্যন্ত বোধ হয় এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ২।১ টী প্রধানতম কর্ম্মচারী ব্যতীত কোন সাহেবের নাম এত প্রচারিত হয় নাই। আজ কাল লেথব্রিজ সাহেব ভারতে ইংরাজী শিক্ষার একমাত্র অধিনেতা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

লেথব্রিজ সাহেবের ধন্য কপাল। শুভক্ষণে তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সাহেবের অদৃষ্টেই প্যারি বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, সাহেবের অদৃষ্টেই তাঁহার পুস্তকে ভুল বাহির হইয়াছে!

পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন প্যারি বাবু লিখিত কয়েক খানি প্রথম পাঠ্য পুস্তক আছে—যেই তাঁর মৃত্যু হইল সেই সে সকল পুস্তকের ভুল বাহির হইতে লাগিল, আর এডুকেশন কমিটী হইতে সেই স্থির হইল যে লেথব্রিজ সাহেব কর্ত্তৃক সে সমস্ত ভুল সংশোধিত না হইলে আর সে সকল পুস্তক স্কুলে পড়ান হইবে না। এত দিন নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিল আর চলিল না। সাহেব বাহাদুর সংশোধন করিলেন, তাঁর কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইল। এতদ্ব্যতীত "ছোট সিলেকসন" "বড় সিলেকসন" নাম দিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আরও ২।১ খানি অর্থকরী সাহিত্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন ও সে সমস্ত মুদ্রাঙ্কিত হইতে না হইতে বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিণত হইয়াছে। হোক—এ সম্বন্ধে আমার কিছু মাত্র বক্তব্য নাই কিন্তু ইউনিবর্সিটির অধ্যক্ষগণ যে কোন্ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কৃত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এণ্ট্রেন্সের পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, আর তাঁহারা কি কারণে যে মার্সম্যান ও কলিয়ার সাহেবের প্রতি বিমুখ হইলেন তাহাও আমি বুঝিতে পারি না। লোকে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ভালর জন্য করিয়া থাকে। ভাল পরিত্যাগ করিয়া মন্দ গ্রহণ কেবল মুর্খেরাই করে। তবে কি ভূতপূর্ব্ব ইতিহাসদ্বয় অপেক্ষা বর্ত্তমান ইতিহাসদ্বয় ভাল? বোধ হয় কখনই নয়। তবে বলা যায় না ইউনিবর্সিটির অধ্যক্ষেরা বড় লোক, বিদ্বান, তাঁহাদের বিবেচনা আমাদের অপেক্ষা রাত্রি দিন পৃথক। যাহাই করুন বালকদের পিতা মাতার অনুরোধ যেন তাহাদের সংকল্প ঘন২ পরিবর্ত্তন না হইয়া কিছু কালের জন্য স্থির থাকে। ৮। ১০ কি ততোধিক বৎসর পরে গ্রাণ্ডমার্কস্ ইতিহাস পরিবর্ত্তন হইয়া কলিয়ার্স ইতিহাস হইয়াছিল ও প্রায় ৭।৮ বৎসর হইতে মার্সমান চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ১৮৭৪ সালের যেই লেথব্রিজ সাহেব প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রচলন করিলেন তৎক্ষণাৎ মার্সমান পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎ স্থানে সেই খানি প্রবর্ত্তিত হইল। লেথব্রিজ সাহেব বই লেখা বড় মজা দেখিয়া পর বৎসর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের এক কালে দুই খানি ইতিহাস লিখিয়া বসিলেন। এখন এ দুই খানি বিক্রয় হওয়া চাই। প্রথম খানিতে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইয়া আপাতত সে খানি হাতে রাখিয়া অধ্যক্ষদের বলিয়া কহিয়াই হউক বা অন্য যে রকমেই হউক শেষের দুই খানি এণ্ট্রেন্সের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বৎসর ২ লেথব্রিজ সাহেব পুস্তক লিখুন আর তাহাই পাঠ্য পুস্তক শ্রেণী গত হউক তাহা হইলে ত আর ছেলেদের প্রাণ বাঁচে না। সকল ছেলেই আর বৎসর২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না, পরীক্ষায় ফেল হইবে আর নূতন পুস্তক কিনিবে, তাহা হইলে দুই এক বৎসর ছেলেদের মা বাপদের কাতুর ডাক ডাকিতে হইবে।

লেথব্রিজ সাহেব সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে এক খানি পাটীগণিত, বীজগণিত, এক খানি ক্ষেত্রতত্ত্ব ও সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় কএক খানি পুস্তক লিখিলেই ব্যবসাটী এক চেটে হয়।

লেথব্রিজ সাহেবের বিরুদ্ধে যতই বলি না কিন্তু তাঁর গুণের ভাগ এত অধিক যে দোষ থাকিলেও তাহা আপাততঃ সম্যক উপলব্ধি হয় না। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধি মত্তার বিষয় সাধারণে অনবগত না থাকিতে পারেন কিন্তু পাঠকবর্গের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। ইহার মত সদালাপী ও মিষ্ট ভাষী অতি অল্প ইংরাজকেই দেখা গিয়া থাকে। ইংরাজ বলিয়া ইহার মনে কিছু মাত্র যে গরিমা আছে এমত বোধ হয় না। সকলের সহিত সমান ভাবে আলাপ করিয়া স্বীয় সরল হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। চক্ষুলজ্জা ও অপ্রিয় বাক, বলিবার ভয় এত অধিক যে বাক্য কার্য্যে পরিণত হউক বা নাই হউক কাহাকেও কখন আশ্বাস প্রদানে বিমুখ হন না। যাহাই হউক তাঁহার দ্বারা কৃষ্ণনগরের যে মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে তজ্জন্য সমগ্র নদীয়া জেলা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে। কৃষ্ণনগর কালেজ বি এ ক্লাস পুনঃ সংস্থাপন রূপ যে কীর্ত্তি করিলেন তজ্জন্য যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহারও অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কালেজ তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া পর্য্যন্ত পঠন কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সমাধা হইয়া থাকে ও তজ্জন্য বালকেরা তাঁহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট কিন্তু কথক গুলি সামান্য ২ কারণ অনেকেই অনেক সময় তাঁহার প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বড় দুঃখের বিষয় লেথব্রিজ সাহেব এমনতর বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক হইয়া কেন যে সেই সমস্ত শ্রুতি কঠোর বাক্যের অপরাধী হন তাহা বুঝা যায় না।

কৃষ্ণনগরের দ্রষ্টব্য ও সুখ সেব্য স্থান সমূহের মধ্যে কালেজ কম্পাউণ্ড একটী প্রধান। কি কালেজ স্কুলের ছাত্র কি অন্যান্য ভদ্র লোক অনেকেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মাঠে ভ্রমণ করতঃ বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ লেথব্রিজ সাহেব সাধারণের সেই সুখটি হরণ করিয়াছেন। লেথব্রিজ সাহেব সপরিবার কালেজ গৃহে অবস্থিতি করায় পাছে তাঁহার সুখাভিলাষী পত্নির কোন প্রকার শান্তির ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় হুকুম জারি হইয়াছে যে 'যে ব্যক্তি কম্পাউণ্ডের ঘাসের উপর বেড়াইবেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ ফৌজদারি সোপর্দ্দ করা যাইবে।" কি কঠোর আজ্ঞা!

কিছু দিন পূর্ব্বে বৈকাল হইলে যে কম্পাউণ্ড লোক জন সমাকীর্ণ হইত—কোথাও ছোট২ ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিত—কোথাও বয়স্কগণ দলে২ বসিয়া সুখে গল্প করিত—কোথাও বা কেহ সন্ধ্যাসমীরণে বিচরণ করিয়া দিবসের শ্রান্তি দূর করিত—যে কম্পাউণ্ডে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মনুষ্য শব্দ শ্রবণ গোচর হইত—এক্ষণে সেই কম্পাউণ্ড সদাসর্ব্বদার জন্য শ্মশানের ন্যায় ধুং করিতে থাকে। এই কঠোর আজ্ঞা প্রচার দ্বারা সাহেবের যে কি সুখ হইয়াছে, আর আমরা ঘাসের উপর বেড়াইলেই যে সাহেবের কি মহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হইত তাহা আমরা মূর্খ মানুষ কি বুঝিব, বোধ হয় বড় পণ্ডিতেরাও বুঝিতে অক্ষম। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে সাহেব এক্ষণে প্রধানতম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সময় এ প্রকার ২।১টি আইন জারি না করিলে পদোচিত কার্য্য করা হয় কৈ? অন্যান্য লোকদের এই রূপে একটী প্রধান সুখে বঞ্চিত করিয়া নিজে অন্যান্য সাহেব মেম লইয়া শুনিয়াছি হলের ভিতর জাল টাঙ্গাইয়া বল ক্রিড়া করিয়া থাকেন।

ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল স্মিথ সাহেবের সময় মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এর নিকট সে রাম রাজ, বলে বোধ হয়। ছেলেরা তখন কি সুখেই ছিল। তাঁর সময় ব্যাট বল কিনিবার জন্য ছেলেদের বৎসর২৪০ টাকা করিয়া দেওয়া হইত। লব সাহেব সেটি রহিত করেন, বর্ত্তমান প্রভুও লবের অনুসরণ করিলেন। বার্ষিক ৪০ টাকা সাশ্রয় করিয়া কিলাভই দেখাইলেন। স্মিথ সাহেবের সময় ছেলেরা যখন তখন কালেজে যাইয়া পঠন কার্য্য করিতে পারিত, ছেলেদের যে একটি বড় কম সুবিধা ছিল না কিন্তু লব সাহেব সেটি বন্দ করিয়া দেন, আবার লেথব্রিজ প্রিন্সিপালি পদ পাইয়া আজ্ঞা দিলেন যে ১০টার পূর্ব্বে কেহ কালেজ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না, বালকেরা পাৎ তাড়ি বগলে করিয়া রাস্তায় দণ্ডায়মান আছে। ঘণ্টা বাজিল দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল তবে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল, কি অন্যায় আইন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে এই আইনটী রদ হইয়াছে, এক্ষণে কম্পাউণ্ড বেড়ানর আইনটী রদ হইলেই বাঁচি।

খঞ্চনগর ৩রা শ্রাবণ ১২৮৩। শ্রীঃ—

ছাত্র বিদ্রোহিতা।

আমরা আজ কাল প্রায়ই শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে ভয়ানক বিদ্বেষাভাব বিরাজমান থাকিবার সংবাদ পাঠ করি,। পাটনা কলেজ ও কলিকাতার মেডিকেল স্কুলের ঘটনা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। আবার গত সপ্তাহের 'হিন্দু হিতৈষিণী' পাঠে অবগতি হইল, ঢাকার পোগস স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিজ সাহেবের সঙ্গে চটা চটী করিয়া প্রায় দুই শত ছাত্র বাহির হইয়া গিয়াছিল। আবার কয়েক দিন হইল অত্রত্য মোগলটুলি স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সেক্রেটারী বাবু জবানবন্দী ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া যে প্রকার রায় দিয়াছেন তাহাতে আমরা বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছি। বিষয়টী এই। চন্দ্র কুমার শ্যাম নামক জনৈক ছাত্রের অবাধ্যতা ও অন্যায় কথায় চটিয়া হেড মাষ্টার বাবু তাঁহাকে জরিমানা করেন। পরিশেষে উক্ত বালকটি তাঁহাকে আরো কত গুলি অন্যায় কথা বলে, যাহা ছাত্র শিক্ষককে কখন আরোপ করিতে পারে না। বালকটীর এ সব আচরণে হেড মাষ্টার বাবু তাহার নাম কর্ত্তন করেন, এবং প্রতিশ্রুত হন 'আমি আর তোমাকে ভর্ত্তি করিব না।' কিন্তু সেক্রেটারী বাবুর অদ্ভুত বিচারে তাঁহার প্রতিজ্ঞা কত দূর প্রতিপালিত হইয়াছে আমরা জানি না। সেক্রটারী তাহার রায়েতে লিখিয়াছেন,—'চন্দ্র কুমারকে পুনরায় ভর্ত্তি করা যাইবে এবং আগামী আদেশ পর্য্যন্ত সে আর ফ্রি পড়িতে পারিবে না।' আমরা জিজ্ঞাসা করি সেক্রেটারি বাবু এ প্রকার বিচার কোথায় শিক্ষা পাইলেন? সেক্রেটারী বাবুর ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, এক জন বিদ্রোহী ছাত্রের জন্য এণ্ট্রেন্স স্কুলের একটী শিক্ষককে এরূপ অপমানিত করা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য।

আমরা শুনিতে পাই হেড মাষ্টার বাবু নাকি ছাত্রদিগকে সময়ে২ পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি গালাজ করিয়া থাকেন। বিষয়টী কত দূর সত্য জানি না। যদি সত্য হয়, তবে এক জন সুশিক্ষিত কৃত বিদ্যের পক্ষে ইহা যে কত ন্যায় গর্হিত কার্য্য তাহা বলা যায় না। তবে বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

১৯শে জুলাই। শ্রীঃ— কমিল্লা।

ডাকাইতি।

কয়েক দিবস গত হইল কুমিল্লা জেলার অধীন মাধাইয়া নামক স্থানে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। যে দিন ডাকাইতি হয়, সেই দিন রজনীতে শ্রীযুক্ত লোরমেনী সাহেব পদব্রজে ঐ স্থান দিয়া কুমিল্লা আসিতে ছিলেন। মাধাইয়ার নিকটবর্ত্তী রাস্তায় পৌঁছিবা মাত্র এক তুমুল কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাজারের প্রান্তে পৌঁছিবা মাত্র দেখিলেন বাজারস্থ দোকানদারগণ এ দিকে ও দিকে ছুটিতেছে, কেহ কাহারো প

তাকায় না। তিনি তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল 'দস্যুগণ আমাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে।" এই কথা শুনিয়া "তোমরা হামারা সাথ আও" বলিয়া তিনি যেই দস্যুগণের নিকট অগ্রসর হইলেন, অমনি এক জন তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিল। সৌভাগ্যক্রমে মাথায় একটী বৃহৎ টুপী থাকায় বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই কিন্তু তিনি গুরুতর বেদনা পাইয়া ছিলেন। তৎপর তিনি বারেন্দা হইতে একটা বাঁশ পাড়িয়া অনেকক্ষণ তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া ছিলেন, কিন্তু বাজারস্থ অন্য কেহই তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর না হওয়াতে দস্যুগণ তাঁহাকে একক পাইয়া হস্তে পদে গুরুতর আঘাত করিয়া প্রস্থান করে। বাবু নব কিশোর পাল ইনেস্পেক্টর মহাশয়ের তদারকে দস্যুগণের মধ্যে কয়েক জন ধরা পড়িয়াছে। উহারা সমুদয়ই মালবৈদ্য। অবশিষ্ট কয় জনার অনুসন্ধান জন্য তিনি উহাদের এক জনকে সমভিব্যাহারে নোওয়াখালি অঞ্চলে গিয়াছেন। নব কিশোর বাবু এ তদারক জন্য বিশেষ প্রশংসার ভাজন কিন্তু তিনি মধ্যে২ যে দুই একটি তদারকে কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে লোকের তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া যায়।

১৭ই জুলাই ১৮৭৬। শ্রীঃ—

বারাসত মিউনিসিপালিটি।

বারাসত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণমণ্ডল প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম আছে। এখানে কতকগুলি দুস্থ ভদ্র লোক ও অধিকাংশই শ্রমজীবী কৃষক বাস করে। মিউনিসিপাল ট্যাক্সের জন্য ইহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা দিন তিন চারি আনার অতিরিক্ত উপায় করিতে অক্ষম তাহাদের প্রতি মাসে দুই তিন আনা ট্যাক্স দিতে হয়। ইহার উপর আবার কালেক্‌টীং সরকারের অত্যাচার। ট্যাক্স আদায়ের কোন শৃঙ্খল নাই একেবারেই সমন জারি। ছয় আইনের মর্ম্মানুসারে যদিও তিন মাসান্তর ট্যাক্স আদায়ের বিধি তত্রাচ অত্রত্য নিঃসহায় প্রজাগণের সময়ে সময়ে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। তিন মাস পরে হঠাৎ এক দিন মাত্র সরকারের গ্রামে পদার্পণ করেন, ইহাতে যিনি সরকারের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিলেন ও যাঁহার সম্পূর্ণ ট্যাক্স সংগ্রহ হইল তিনি সে যাত্রা ট্যাক্স প্রদান করিয়া রক্ষা পাইলেন, আর যিনি জানিতে না পারিলেন ও সমস্ত ট্যাক্স সংগ্রহ করিতে অপারগ হইলেন, তাঁহারই সর্ব্বনাশ। সরকার আর কিছুই না দেখিয়া না শুনিয়া তাঁহার নামে সমন জারি করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, অবশেষে কয়েক দিবস পরে তাঁহার নামে সমন হইল, তখন ট্যাক্স দেওয়া দূরে থাক সমন খরচা সংগ্রহ করিতেই ব্যতিব্যস্ত। এই রূপ সহায়হীন প্রজারা মধ্যে২ সমন খরচাও যোগাইয়া থাকেন। মহাশয়, যাহারা সামান্য মজুরি করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ প্রভৃতি সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে এই রূপ খরচ। ক্ষতি সহ্য করিতে হইলে যে কি কষ্ট হয় তাহা আমাদের বাকপটু মিউনিসিপাল মেম্বরেরা ভিন্ন সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ট্যাক্স আদায়ের ও ট্যাক্স নির্দ্ধারণের কথা শুনিলেন, এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়া গ্রাম গুলির (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর) কি রূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা শুনুন। প্রথমতঃ রাস্তা গুলির দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষু দিয়া জল আইসে, প্রায় বার মাসই নানা প্রকার মলমূত্র ও ময়লাতে অপরিষ্কৃত থাকে। দ্বিতীয়তঃ গ্রাম গুলি জঙ্গলে এরূপ পরিপূর্ণ যে স্থানে২ ব্যাঘ্র পর্য্যন্তও লুকাইয়া থাকিতে পারে। বন জঙ্গল পরিষ্কারের কথা বলিলে মেম্বরগণ বলিয়া থাকেন যে এখানে বরাবরই এই রূপ জঙ্গল আছে, তখন কোন ক্ষতি হয় নাই এখন কি ক্ষতি হইতেছে। আরো বলিয়া থাকেন যে জঙ্গল পরিষ্কার করা অসাধ্য কেন না পরিষ্কার করিলে আরো বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চমৎকার যুক্তি!

শ্রীঃ—

মিউনিসিপালিটির অত্যাচার।

কলিকাতার দক্ষিণ ১০।১২ মাইলের মধ্যে রাজপুর, হরিনাভি প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম পূর্ব্বে সাউথ সুবরবান টাউনের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কিছু দিন হইল উহা কলিকাতা গেজেটে রাজপুর টাউন নামে পৃথক মিউনিসিপাল সভার অধীন হইয়াছে। পৃথক হইবার কালীন উখিলা নামে এক খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই গ্রামটির সমুদায় অধিবাসী কৃষিজীবী মুসলমান প্রজা, ইহাতে এক জনও ভদ্র লোক নাই। আমরা শুনিলাম যে কমিশনারগণ উখিলা, রাজপুর গ্রামের একটী অংশ বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু ইহা কোন কালেই রাজপুরের অংশ নহে। ইহা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রাম। এই উখিলা গ্রামটি যদি রাজপুর টাউনের অন্তর্গত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কমিশনরগণ জানিয়া শুনিয়া অন্যায় করিয়াছেন কারণ আইনের মর্ম্ম এই যে যে গ্রামের সমস্ত অধিবাসী কৃষিজীবী তাহা আইনের ৩২২ ও ৩২৩ ধারা মতে মিউনিসিপালিটির অধীন হইতে পারে না। এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কমিশনারগণ জানিয়াই এই কার্য্য আইনের বিপরীত করিয়াছেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যেমন বুঝাইয়াছেন তিনিও সেই রূপ বুঝিয়াছেন। আমাদিগের মাজিষ্ট্রেটদের স্বভাব এই যে এক জন ধনী কমিসনর অথবা তাঁহার কোন প্রিয় জমিদার যাহা বলিবেন তিনি তাহাই গুরু উপদেশ জ্ঞান করেন এবং তাহার বিপক্ষে যদি শত২ লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। মাজিষ্ট্রেটগণ প্রজা সাধারণের যে অপ্রিয় হন তাহার কারণ এই। উপরিউক্ত রাজপুর টাউনের কমিশনর নির্ব্বাচনের সময় করদাতারা যাহাদিগকে কমিসন করিবার জন্য বারম্বার চিৎকার করিল তাহাদিগকে লওয়া হইল না। মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজে কয়েক জনকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কি ক্ষতি হয় আমরা বুঝিতে পারি না, বরং কার্য্যের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে দুর্ভাগ্য প্রজাদিগের অবস্থা, সম্পাদক মহাশয়, এক বার বিবেচনা করুন। তাঁহারা মিউনিসিপাল শব্দের অর্থও জানে না ও ইহা যে কত সুখের আকর তাহাও সম্যক অবগত নহে। বিশেষতঃ তাহাদিগের নিমিত্ত সমবেদনা প্রকাশ করে এমন লোক নাই। অথবা গ্রামে এমন এক জন লোক নাই যে এই উপস্থিত বিষয়ের প্রতিবাদ করে কিম্বা ইহা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করে। মহাশয় নিঃসহায় গরিব প্রজাদিগের পক্ষে সর্ব্বদা লেখনী ধারণ করেন অতএব এ বিষয়েও যে করিবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি টেক্সর বিল বাহির হয় নাই কিন্তু আগত সপ্তাহ লাগাইত বাহির হইবার সম্ভাবনা। দিনান্তে অন্ন হউক বা না হউক গরিব মুসলমান প্রজাদিগকে প্রথম কোয়াটারের বিল অবগত মাত্রেই দিতে হইবে, না দিতে পারিলে জলের ভাঁড় বিক্রয় করিয়া লইবে ও ঘাটে জল খাইতে হইবে। তাহাদিগের অঙ্গে এক খানি ছোট ধুতি ভিন্ন চাদর ব্যবহার করিবার শক্তি নাই ও স্ত্রী লোকদিগের এক খানি ন্যাকড়া বক্ষে ও অপর এক খানি ছিন্ন বস্ত্র কোমরে থাকে এ অবস্থাতে তাহাদের টেক্স দেওয়া কত কষ্টকর তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা উচিত।

মহাশয়ের নিকট আমাদিগের বক্তব্য এই যে উপরিউক্ত বিবরণের গ্রাম মিউনিসিপাল ভুক্ত হইতে পারে কি না? যদি না হয় তবে কমিশনরগণ জানিয়া অন্যায় কার্য্যটি করিয়াছেন কি না? ও তজ্জন্য তাঁহারা অপরাধী কি না?

মাজিষ্ট্রেট সাহেব চেয়ারম্যানের কার্য্যের ভার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয় সত্বর তদন্ত করা উচিত ও প্রেসিডেন্সি কমিশনর নিজে তথায় অশ্বারোহণে গমন করেন এই আমাদিগের প্রার্থনার কারণ ১০। ১২ মাইল ২।৩ ঘণ্টায় অনায়াসে যাওয়া যায়। ইহারা যদি গরিব প্রজাদিগকে মিউনিসিপালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ ধন্যবাদের পাত্র হইবেন নতুবা চট্টগ্রামের কার্কউড সাহেব আমাদের আলিপুরে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিতেছেন, সম্ভবত তিনিই আমাদের চেয়ার ম্যানের কার্য্য করিবেন। জানি না আমাদের কি দুর্দ্দশা করিবেন। ঘর পোড়া দেখলেই পূর্ব্বে ভয় হইত, এক্ষণে গ্রাম ও জেলা পোড়া চট্টগ্রাম হইতে আসিতেছেন।

কলিকাতা } একান্ত বশম্বদ
৬ শ্রাবণ } শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

হাবড়ার হুগলি ব্রিজের নিকট নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় হইবে

বহুমূল্য ভূমি সম্পত্তি ওরিয়েণ্টেল হোটেল ও আড়কাটি বাজার বিশিষ্ট। এই সম্পত্তি চাঁদমারী রাস্তা ও নলেন প্লেশের মধ্যস্থিত ইহা হইতে এক্ষণে বিলক্ষণ উপস্বত্ব লাভ হয় ও স্বল্পায়াসে আরও অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য সংবাদ ভবানীপুরের অন্তর্গত পিপুলপটি রাস্তার ২৪ নং বাটি নিবাসী শ্রীযুত মেঃ ডবলিউ হেসম সাহেবের নিকট পাওয়া যাইবে।

২৯এ জুন ১৮৭৩

দুখ সঙ্গিনী (গীতিকাব্য)
মুল্য ৫০ ডাকমাসুল ৴০ আনা
ভারতে সুখ।
মুল্য ৵০ ডাকমাসুল ৴০ আনা
৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

শরৎ—সরোজিনী নাটক।
দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ!!
দ্বিতীয় সংস্করণ!!
মুল্য ১৷৵০, ডাকমাশুল ৵০
কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, ৫ সংখ্যা কলেজ ষ্ট্রিট, মেসার্স, কে, এম, মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানির ও প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

অবকাশ-গাথা।—কোষকাব্য।
বিবিধ সুললিতচ্ছন্দোবন্ধে গ্রথিত।
মূ৷৵০ আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।
কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং চীনাবাজারে শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথের নিকট পাওয়া যায়।

নাটককার উমেশ চন্দ্র প্রণীত।
'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক'
(আরঙ্গ জীবের সাময়িক ইতিহাস মুলক দৃশ্য কাব্য)
মূল্য ৷৵০ আনা।
সাধারণী, বেঙ্গল মেগাজীন, ভারত সংস্কারক ও এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ২ কাগজে ইহার প্রশংসা পরিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।
ঢাকার বান্ধব কার্য্যালয়, কলিকাতার কেনীং লাইব্রেরী এবং হিন্দু হোটেলেবাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।